চণ্ডকৌশিক নাটক।

প্রথম অঙ্ক।

সূত্রধারের প্রবেশ।

রাগিণী ইমন কল্যাণ তাল জলদ তেতলা।

কি শোভা শোভিত সভা, সহৃদয় গণে।
হেরিয়ে জুড়াল আঁখি, কত সুখ হল মনে॥
নিরখি সভারি সাজ, দেবরাজে হয় লাজ।
বর্ণিবারে এ সমাজ, পারে কি মাদৃশ জনে॥
তুষিব সবার চিত, আশা করা অনুচিত।
পাছে হয় বিপরীত, বোবের সম বচনে॥
কেবলি ভরসা সার, সুধীজন সদাচার।
দোষ করি পরিহার, থাকেন গুণ গ্রহণে॥

সূত্র। আহা! সভার কি মনোহর শোভাই হয়েছে, শুনেছি দেবরাজ ইন্দ্রের সভা নাকি অতি চমৎকার, কিন্তু আজ যেন তা স্বচক্ষে দেখলাম, আহা! কি আশ্চর্য্য! ইন্দ্রাদি দেবগণের সদৃশ এই সুরসিক

সভ্যগণের মনোহর দেহপ্রভায় সভার দীপশিখা সকল একেবারে নির্ব্বাণপ্রায় হয়েছে, ফলতঃ এই সভা কোন রূপেই দেবসভার ন্যূন নয়, কিন্তু শুনেছি দেবসভায় নাকি রম্ভাদি অপ্সরাগণ নৃত্য গীত করে থাকে, এখানে কেবল সেইটীই নাই, (চিন্তা করিয়া) হাঁ তা হবারই বা আশ্চর্য্য কি, আমার প্রিয়াও ত সর্ব্বগুণে রম্ভার সমান অতএব তাহাকে আহ্বান কোরে কোন নাটকের অভিনয় কল্লেই ঠিক হবে এখন। কিন্তু ভয়ও হচ্চে যেমন এক দিন অপ্সরাদের তাল ভঙ্গ হয়েছিল বোলে দেবরাজ রাগান্ধ হয়ে শাপ দিয়েছিলেন, তেমনি আমাদের কোন দোষ দেখে এঁরাও পাছে সেই রূপ বিরক্ত হন; অথবা সজ্জনগণ মরালের সমান, দোষ ভাগ পরিত্যাগ কোরে গুণাংশই গ্রহন করেন। যা হোক এখন কোন্ নাটকের অভিনয় করা যায় এঁদের কাছে ত সকলই পুরাতন। (চিন্তা করিয়া) হাঁ হয়েছে সুবিখ্যাত কবি আর্য্য ক্ষেমীশ্বর কৃত চণ্ডকৌশিক নাটক খানি মন্দ নয়, আর নূতনও বটে, এবং মহারাজ হরিশ্চন্দ্রের চরিতও অতি মনোহর, অতএব আমরা নিতান্ত অনভিজ্ঞ হলেও নাটকের গুণে এঁদের মন অবশ্যই সন্তুষ্ট হতে পারে, রামায়ণ যেমন করেই পাঠ করা হোক না কেন লোকের অশ্রুপাত হয়েই থাকে, অতএব এখন প্রিয়াকে ডাকি। প্রিয়ে! একবার এদিকে এস।

নটীর প্রবেশ।

নটী। (সচিন্তিত) কেন নাথ আমাকে ডাক্‌লে? (অধোমুখে অবস্থিতি)।

সূত্র। একি প্রিয়ে! প্রফুল্লপঙ্কজ সদৃশ তোমার মুখমণ্ডল আজ ম্লান দেখ্‌ছি কেন?

নটী। কেন নাথ! তুমি কি জাননা? আজ সই রোগী ঠাকুরটী দক্ষিণার জন্য ভারি রেগেছেন, আর বলেছেন যদি দক্ষিণা না পাই, তবে সবংশে উচ্ছন্ন কর্‌বো।

সূত্র। আমি যখন সজ্জন সমাজে প্রতিজ্ঞা করেছি, তখন রাজা হরিশ্চন্দ্রের মত পুত্র কলত্র বিক্রয় করেও প্রতিজ্ঞা পালন কর্‌বো, তার আর সন্দেহ নাই।

(নেপথ্যে)

বয়স্য এইদিকে এইদিকে।

সূত্র। (নেপথ্যের দিকে অবলোকন করিয়া) এই যে দেখ্‌ছি মহারাজ হরিশ্চন্দ্র প্রিয় বয়স্য বৌধায়নের সহিত অন্তঃপুরে প্রবেশ কর্চ্চেন, আহা! মহারাজ নাকি অত্যন্ত প্রজারঞ্জন, প্রজাদের অমঙ্গল নিবারণের নিমিত্তে, পুরোহিতের আজ্ঞানুসারে কাল সমস্ত রাত্রি জাগরণ করে, একেবারে নিতান্ত অলস

হয়ে পড়েছেন, পদে পদে পদস্খলন হচ্চে, আহা! সেই সম্পূর্ণ শশধরের ন্যায় শরীরকান্তি, আজ যেন রাহুগ্রস্তের ন্যায় বোধ হচ্চে, অথবা প্রজাদের মঙ্গল সাধনের নিমিত্তে রাজাদের এরূপ হওয়াই উচিত, প্রিয়ে! তবে এস এর পর আমাদের যা কর্ত্তব্য তা করিগে।

(উভয়ের প্রস্থান)

নিদ্রা কষায়িত লোচন রাজা ও বিদূষকের প্রবেশ।

বিদূ। বয়স্য! আপনি যে এক রাত্তির জেগেই কাণা ইঁদুরের মত পথ হাতুড়ে বেড়াচ্চেন্।

রাজা। বয়স্য! তুমি ত কিছুই জাননা, নিদ্রাই মনুষ্যের সর্ব্বসন্তাপনাশিনী, ও সুখ স্বচ্ছন্দের মূল, সমস্ত রাত্রি জাগরণে মুখ শুষ্ক হচ্চে, শরীর অবসন্ন হচ্চে, সর্ব্বদা হাই উঠ্‌চে, আর সূর্য্য কিরণ যেন বিষতুল্য বোধ হচ্চে, ভগবান্ কুলগুরু যে কি অভিপ্রায়ে রাত্রি জাগরণ করালেন, তা কিছুই ত বুঝ্‌তে পার্‌লেম না, তবে গুরু জনের কার্য্যের বিচারে আবশ্যক কি?

বিদূ। সে যাহোক্ আমি আর একটা ভাব্‌ছি গতরাত্রে দেবী আপনার প্রতীক্ষা করে সুসজ্জিত হয়ে

বসেছিলেন, আপনি ত জান্‌নি, বোধ হয় তার জন্যে এক চোট বিলক্ষন হবে।

রাজা। ভাই এখন কি তোমার তামাসার সময়?

বিদূ। আপনি তামাসাই ভাবুন্ আর ঠাট্টাই ভাবুন্ সে কাজ্‌টী বড় সহজ হয় নি।

রাজা। আচ্ছা বয়স্য! তোমার কি বোধ হয়? দেবী এখন কি রূপ অবস্থায় আছেন বল দেখি।

বিদূ। (স্বগত) কি অবস্থায় আর থাক্‌বেন্ শতমুখী হাতে করে বসে আছেন। (প্রকাশে) কি রকম অবস্থায় আর থাক্‌বেন্ আপনার উপর সন্তুষ্ট হয়ে, নানা রকম খাবার জিনিস প্রস্তুত করে, দোর গোড়ায় দাঁড়ায়ে, আপনি আসবেন বলে, পথ পানে চেয়ে আছেন।

রাজা। আঃ। বারে বারে তামাসাই কর কেন, এখন তামাসা রাখ। সত্য করে বল দেখি, তোমার কি বোধ হয়?

বিদূ। আমার বোধ হয় রাগ করে বসে আছেন।

রাজা। তার আর সন্দেহ কি, এটি যে রাগের কাজ্‌ই হয়েছে, আহা! আমি না যাওয়াতে দেবী কিনা মনে করেছেন, আমার উপর সকলি সন্দেহ করেছেন, হয় ত মনে করেছেন যে মহারাজ রাজকার্য্যে অত্যান্ত ব্যস্ত আছেন; এই জন্যে আজ আর অন্তঃপুরে

আসতে পাল্লেন না, হয় ত এও মনে কোরে থাকেবেন, যে বন্ধু বান্ধবের সহিত আমোদ প্রমোদে মত্ত হয়ে, রাত্রি প্রভাত করেছেন, কিম্বা এও ভেবে থাকবেন, যে আজ আমা অপেক্ষা অধিক রূপলাবণ্য-বতী কোন প্রেয়সীর অনুরোধে এ অভাগিনীকে ভুলে গেছেন. (চিন্তা করিয়া) আহা ! দেবী যে কাল কি কষ্টে রাত্রি যাপন করেছেন, তা বলা যায় না। প্রথম প্রহরত মনোহর বেশবিন্যাসে আসক্ত হয়ে অন্য মনস্কা হয়ে ছিলেন, দ্বিতীয় প্রহরে আমার আগমন পথ চেয়ে ছিলেন, পরে যখন দেখ্‌লেন, যে আমি নিতান্তই গেলেম না তখন বোধ হয় অঙ্গের অলঙ্কার সকল খুলে ফেলে দিয়ে রজনীর শেষ ভাগটা যে কিরূপে কাটিয়েছেন তা বলা যায় না। আহা! অন্যের পদশব্দ শুনে আমি যাচ্চি মনে করে, দেবী হয় ত সসম্ভ্রমে উঠে ছিলেন, তাই দেখে যখন সখীরা টেপা-টিপী করেছে, আর মুখে কাপড় দিয়ে হেসেছে, তখন দেবী কতই যে লজ্জিত হয়েছেন তা বলা যায় না।

বিদু। আ ! আপনি মিছে মিছে ভাবেন কেন? আসুন সেই খানে গিয়েই দেখা যাক্‌।

রাজা। (দুঃখিতান্তঃকরণে স্বগত)। সমস্ত রাত্রি কাটিয়ে এখন গেলেও ত ক্রোধের শান্তি হওয়া দূরে থাক বরং বৃদ্ধিই হবে।

বিদূ। (ইতস্তত পরিক্রমণ ও নেপথ্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া সচকিত) বয়স্য দেখুন্ দেখুন্! ঐ দেবী প্রিয়সখী চারুমতীর সহিত কি পরামর্শ কচ্চেন্।

রাজা। (অন্তরাল হইতে দেখিয়া হৃষ্ট মনে)। আহা কি মনোহর রূপ, কপোলদেশ পত্রাবলী বিহীন, নয়ন যুগল কজ্জল পরিশূন্য, বিম্বাধর ধূসরবর্ণ ও গাত্রে অলঙ্কার মাত্র নাই, তথাচ দেবীর অঙ্গলাবণ্যে চতুর্দ্দিক উজ্জ্বল হচ্চে। বয়স্য তবে চল ঐ দিকে গিয়া দেবী কি বলেন শোনা যাক্।

বিদূ। (মৃদুস্বরে) হাঁ বয়স্য তাই চলুন।

চিন্তান্বিতা শৈব্যা ও চারুমতীর প্রবেশ।

চারু। দেবি! এই অলঙ্কার পরুন।

শৈব্যা। (সখেদ) সখি! যে জন অলঙ্কারের অলঙ্কার তাঁকেই যদি না পেলাম তবে এই বৃথা অলঙ্কার পরা কেবল শরীরের অপমান মাত্র।

বিদূ। ইঃ এযে ভারি মান তিলকাঞ্চন নয়, দান সাগরের ব্যাপার দেখ্‌চি।

রাজা। সাধু প্রিয়ে সাধু, তোমার শরীর স্বভা-বতই সুন্দর, সামান্য অলঙ্কারে তার আর কি অধিক শোভা হবে, অথবা কমলিনী যে কেবল অলিগণের

সহিতই শোভা পায় এমন নয়. শৈবাল যুক্ত হলেও তার অলৌকিক সৌন্দর্য্য হয়ে থাকে, তবে যে তোমার অধরের তাম্বূলরাগ সে তোমার অধরকে শোভিত করে নাই বরং তোমার অমৃতময় অধরে স্থান পেয়ে সে নিজেই শোভিত হয়েছে, কজ্জলেতে তোমার নয়নের কিছুমাত্র শোভা বৃদ্ধি হয় নাই, বরং তোমার খঞ্জন নয়নে অঞ্জনই শোভিত হয়েছে, এই মণিময় হার তোমার দুর্ল্লভ কণ্ঠগ্রহণের লোভে আপনিই কণ্ঠে আশ্রয় নিয়েছে, ফলতঃ তোমার শরীরই অলঙ্কারের অলঙ্কার, অলঙ্কার তোমার শরীরের অলঙ্কার নয়।

বিদু। বয়স্য চলুন্ চলুন্ ঐ দিকেই চলুন্।

রাজা। না বয়স্য দেবী কি বলেন এইখান হতেই শোনা যাউক্ (অন্তরাল হইতে শ্রবণ)

শৈব্যা (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে)। সখি চারুমতি! মহারাজ আমাকে আশা দিয়ে নৈরাশ কল্লেন; অবিশ্বাসী লোকের পায়ে দণ্ডবং আর আমার পোড়া কপালকেও ধিক্।

রাজা। আহা প্রেয়সি! দিবাকর মেঘাবৃত হলে কি নলিনী মুদিত হয়, না তার বিরহ উপস্থিত হয়, না দিবাকর তিরস্কারের যোগ্য হয়?

চারু। দেবি! আর মিছে দুঃখ করে কাজ নেই,

রাজাদের অমন কতশত থাকে, তার জন্যে আর দুঃখ কল্লে কি হবে বল'।

বিদূ। আঃ দাসীর বেটী অনেক কাজ আছে বল্লিনে কেন? মহারাজকে গাল খাওয়াবার যোগাড় কচ্চিস্ বুঝি।

রাজা। বয়স্য! এখন ক্রোধের সময় নয়, আহা এমন সময় কি আর হবে? দেখ চতুরা সখীরে মান বাড়িয়ে দিলে পর, সেই প্রাণবল্লভা যে পুরুষকে লক্ষ্য কোরে সুমধুর স্বরে তিরস্কার করে সেই পুরুষই ধন্য, ভাই সেতো তিরস্কার নয় সে যে পুরস্কার।

শৈব্যা। রোদন!!!

চারু। সখি! কর কি চুপ কর, ছি এর জন্যে কি কান্তে আছে, (স্বগত) চুপ্ কত্তেই বা বলি কি করে, মহারাজ এটি কি বিবেচনার কাজ্ করেছেন্, এমন কি কত্তে আছে; (প্রকাশে) তা ভাই আমাকে যদি জিজ্ঞাসা কর তাহলে আমি এই বলি যে তিনি এলে দেখেও দেখবে না, আর পায়ে ধল্লেও কথা কবে না।

শৈব্যা। চারুমতি ঠিক বলেচো, এবার তাই কর্‌বো কিন্তু তাও বলি,

নিরখিয়া প্রাণেশের বদনকমল।
যদি স্থির থাকে মন না হয় বিকল॥

(রাজা সত্বর অগ্রসর হইয়া)

প্রেয়সি তোমার আমি আছি অনুগত।
আমাতে হৃদয় তব নিয়ত নিরত ॥
অবশ্য তোমার বশ রবে সে হৃদয়।
অধীনের অধীন কি অনধীন হয় ॥

তা প্রিয়ে তুমি যা মনে কর তাইত করতে পার।

বিদু। দেবীর মঙ্গল হোক্।

শৈব্যা। (স্বগত)। একি আর্য্যপুত্র যে (গাত্রোত্থান পূর্ব্বক প্রকাশে) আর্য্যপুত্রের জয় হোক্।

চারু। (শঙ্কিত হইয়া স্বগত) ঐ যা! আমি যে সকল কথা রাণীকে শিখ্‌য়ে দিচ্ছিলাম, তা মহারাজ ত সবই শুনে ফেল্লেন ছি ছি ছি, (দন্তে জিহ্বা কর্ত্তন করিয়া মৌনভাবে অবস্থিতি ও ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া) যাহবার তা ত হয়েই গেছে তার আর কি হবে, (প্রকাশে) মহারাজের জয় হোক্, মহারাজ! এই আসনে বসুন (আসন প্রদান)

সকলের উপবেশন।

রাজা। (এক দৃষ্টে নিরীক্ষণ করিয়া) প্রিয়ে তোমার অপাঙ্গ দৃষ্টি ও অলঙ্কার বিমোচনের কারণ কি? যদিও অলঙ্কার বিমোচনে সৌন্দর্য্যের কিছুমাত্র হানি হয় নাই বটে, তথাচ ইহাতে আন্তরিক ক্রোধ প্রকাশ পাচ্চে।

শৈব্যা। (প্রণয়কোপ দৃষ্টিতে রাজাকে নিরীক্ষণ করিয়া) এই যে রাত জেগে চোক্ ঢুলঢুল কচ্চে, গা হাত এলিয়ে পড়্‌চে, তা শোভা বড় মন্দ হয় নি, হবে না কেন, কেবল এ হতভাগিনীকে বিড়ম্বনা করা বৈত নয়। (অঞ্চলে বদন ঢাকিয়া অধোমুখে অবস্থিতি)

রাজা। (সানুনয়ে) প্রিয়ে! একি একি একেবারে অধীরা হয়ে পড়্‌লে যে? অকারণ ক্রন্দন কেন (অঞ্জলি বদ্ধ হইয়া) জীবিতেশ্বরি! মিথ্যা কোপ কর কেন? তুমি যা মনে করেছ তা কিছুই নয়, যদি দোষ করে থাকি বিচার কোরে যে দণ্ড হয় কর, ভগবান্ কুলপতি আমার সাক্ষী আছেন।

প্রতিহারীর প্রবেশ।

প্রতী। মহারাজের জয় হোক্, মহারাজের জয় হোক্, মহারাজ! ভগবান্ কুলপতির নিকট হতে একটী তপস্বী এসেছেন।

রাজা। যাও শীঘ্র সঙ্গে করে লয়ে এস।

প্রতী। যে আজ্ঞা মহারাজ।

(প্রতিহারীর প্রস্থান)

শান্তিজলহস্ত তাপস ও প্রতিহারীর প্রবেশ।

তাপস। (সবিস্ময়ে) কি ভয়ানক এ যে বিষম অনর্থের লক্ষণ দেখ্‌চি দিক্ দাহ হচ্চে, ক্ষণে ক্ষণে

ভূমিকম্প হচ্চে, ঘন ঘন উল্কাপাত হচ্চে, শিবাগণ অবিরত ধ্বনি কর্‌চে, এর পর বিধির মনে কি আছে কিছুই বল্‌তে পারিনে, অথবা আমার এ বিষয় আন্দোলনের প্রয়োজন কি? ভগবান্ কুলপতিই ইহার প্রতিবিহিত চিন্তা কর্‌বেন, সে যাহোক্ এখন ভগবান্ কুলপতি আমাকে স্বস্ত্যয়ন শেষ উৎপাত শান্তিকর শান্তি জল দিতে রাজা ও রাজ্ঞীর নিকট পাঠিয়েছেন, তা আমি সেইখানেই যাই।

প্রতী। আসুন মহাশয় এই দিকে আসুন্।

তাপস। (অগ্রসর হইয়া হস্তোত্তোলন পূর্ব্বক) মহারাজের মঙ্গল হোক।

রাজা। (শশব্যস্তে) ভগবান্! প্রণিপাত করি।

শৈব্যা। ভগবান্ প্রণাম করি।

তাপস। মহারাজ! জয়যুক্ত হৌন, (রাজ্ঞীর প্রতি) কল্যাণি, বীরপ্রসবিনী হও।

রাজা। আসন আসন!

প্রতী। আসন প্রদান।

রাজা। ভগবান্! এই আসন পরিগ্রহ করে স্থান পবিত্র করুন্।

সকলের উপবেশন।

রাজা। হেমপ্রভা! তুমি আপন কার্য্যে গমন কর।

প্রতী। যে আজ্ঞা মহারাজ।

তাপস। মহারাজ! ভগবান্ কুলপতি স্বস্ত্যয়ন শেষ এই শান্তি জল পাঠিয়েছেন আর অনুমতি করেছেন, যে আপনি রাত্রি জাগরণের পর পুত্র কলত্রের সহিত এই শান্তি জল গ্রহণ করুন।

রাজা। (হৃষ্ট মনে অঞ্জলি বদ্ধ করিয়া) আহা ভগবানের কি অনুগ্রহ।

তাপস। মন্ত্রপূত এই শান্তিজল মহারাজের মঙ্গল সাধন করুক্, ও ভাবী আপদ সকল নাশ করুক্ (শান্তিজল সেচন)।

রাজা। (অবনতশিরে শান্তিজল গ্রহণ পূর্ব্বক) আহা! এই শান্তিজল প্রভাবে সূর্য্যবংশীয় নরপতিরা জগম্মান্য হয়ে ছিলেন।

তাপস। কল্যাণি! তুমিও কুলপতির আদেশানুসারে গৃহদেবতা ও ব্রাহ্মণ সেবায় নিযুক্তা হও।

শৈব্যা। (অঞ্জলি বদ্ধ করিয়া) যা অনুমতি হয় তাই কর্‌বো।

তাপস। মহারাজ! তোমার মঙ্গল হোক্, ভগবান্ কুলপতি এখন নানা প্রকার যজ্ঞাদি লয়ে ব্যস্ত আছেন, তা আমি তাঁর নিকট গমন করি।

(প্রস্থান)

শৈব্যা। (লজ্জিত হইয়া সখীর প্রতি) দেখ চারুমতি! ভগবান্ কুলপতি আর্য্যপুত্রের রাত্ জাগার কথা বলেছেন্ এ কথা ত মিথ্যা নয়, কিন্তু আমার তাইতে ভাই বড় লজ্জা হচ্চে, কি অন্যায় কাজই করেছি, যাহোক্ এখন ঘাট্ মানি, (বদ্ধাঞ্জলি হইয়া) আর্য্যপুত্র ক্ষমা করুন্ আমি ভাল করিনি।

রাজা। দেখ্‌লে প্রিয়ে! তুমি কিছুতেই ত বিশ্বাস করনা তার আর কি হবে, মিথ্যে মিথ্যে আমাকে পায়ে পর্য্যন্ত ধরালে।

শৈব্যা। আর্য্যপুত্র! আর ওকথা কয়ে আমাকে লজ্জা দেবেন না, আমি ভাল করিনি, অনুগ্রহ করে ক্ষমা করুন।

রাজা। প্রিয়ে, যে অপরাধী সে আর কি ক্ষমা কর্‌বে অতএব তুমি যে আমাকে ক্ষমা কল্লে এই আমার পরম লাভ।

শৈব্যা। আর্য্যপুত্র! তবে এখন ভগবান্ কুলপতির আজ্ঞামত দেবতাদিগের সেবার অনুষ্ঠান করা যাউক?

রাজা। তবে তাই কর।

(শৈব্যা ও চারুমতির প্রস্থান।)

রাজা। বয়স্য! এখন চিত্ত বিনোদনের উপায় কি বল দেখি? মনটা অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হয়েছে।

বিদূ। বয়স্য! এতক্ষণ দেবীর সঙ্গে কথা কয়েও মনের তুষ্টি হলো না, হাঃ হাঃ হাঃ খাবার কথা না শুন্‌লে কি মন ঠাণ্ডা হয়।

বনেচরের প্রবেশ।

বনে। (দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) মহারাজের জয় হোক্ মহারাজের জয় হোক্, ওঃ বাপ্‌রে এমন শূয়র ত কখন দেখিনি যে কারে ব্যাড়াচ্চে দেখলে ভয়ে প্রাণ উড়ে যায়, গাছপালা ভেঙে মাটী খুঁড়ে একাকার করে ফেল্লে, মহারাজ শীগ্‌গির যা হয় করুন্ নইলে ত আমরা আর থাক্‌তে পারিনে।

রাজা। (হৃষ্ট মনে) বয়স্য! চিত্ত বিনোদনের বেশ উপায় পেয়েছি।

বিদূ। (সরোষে) বিলক্ষণ বেশ উপায় ঠাউরেচেন্, মৃগয়ায় ত বড় সুখ এখানে খাল ওখানে কাঁটা এদিকে জঙ্গল, সর্ব্বদা এদিক্ ওদিক্ দৌড়ো দৌড়ী কর্‌তে হয়, তাও হোক্ আবার ক্ষিদের সময় খেতে পাওয়া যায় না, তেষ্টা পেলে জল পাওয়া যায় না, প্রাণ নিয়ে টানা টানি, মৃগয়াটা কি ভদ্রলোকের কাজ যে তাতে মন সন্তুষ্ট হবে, যা হয় করুন আমি ওর কিছু জানিনে। বল্লেও ত শুন্‌বেন না।

রাজা। তুমি মৃগয়ার গুন কি জান্‌বে, মৃগয়া

রাজাদের মহোপকারিণী দেখ অনবরত শ্রমবারি নির্গত হওয়াতে শরীর নীরোগ হয়, সাহসের বৃদ্ধি হয়, আর যদি চঞ্চললক্ষ্যে শরবিদ্ধ হয় তা হলে ত আর আনন্দের সীমা থাকে না, তবে বয়স্য আর রাগে কাজ্ নাই চল মৃগয়ার জন্য সুসজ্জিত হইগে।

(সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় অঙ্ক।

নেপথ্যে। ওহে বরাহান্বেষিগণ! ঐ যায় ঐ যায়, ঐ সরোবর মধ্যে পঙ্ক দলন ও পদ্মবন্ ছিন্ন ভিন্ন কচ্চে, ঐ দেখ মুথা তুলে খাচ্চে, ঐযা পুনর্ব্বার নিবিড় বনের মধ্যে গেল এখন বনের চার্‌দিক্ অব-রোধ না কল্লে ধর্‌বার কোন উপায় নাই, তবে জাল দিয়া বনের চতুর্দ্দিক্ দৃঢ় রূপে বন্ধ কর, আর শিকারী কুকুর সকল খুলে দাও, ওহে অশ্বারোহিগন! তোমরা সাবধান হয়ে দাঁড়াও দণ্ডধারিগজিবরক্ষকগণ তোমরা দণ্ড দ্বারা বন্ আলোড়িত কর।

বিঘ্নরাজের প্রবেশ।

বিঘ্ন। (সগর্ব্বে) আমি দেবাদিদেব মহাদেবের তপস্যা ভঙ্গ করেছি, প্রতাপশালী দক্ষরাজের যজ্ঞ নাশ করেছি, আরও কত শত মহাত্মার হিতকার্য্য নষ্ট করেছি, সম্প্রতি হরিহর ব্রহ্মার অসাধ্য সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কারিণী বিদ্যাত্রয় লাভ বাসনায় মহাতপা মহর্ষি বিশ্বামিত্র উগ্রতপস্যায় প্রবৃত্ত হয়েছেন, কিন্তু যেমন ভগবান্ বরাহমূর্ত্তি পরিগ্রহ করে, বিশাল দশনাগ্র দ্বারা প্রলয় জলবিলীন মেদিনী মণ্ডলের

উদ্ধার সাধন করেছিলেন, আমিও সেইরূপ বরাহমূর্ত্তি ধারণ করে আজ্ মহর্ষির প্রচণ্ড তপঃসাগর হতে বিদ্যাত্রয়ের উদ্ধার না কল্লে আর নাম থাকে না (পশ্চাৎ দৃষ্টি করিয়া সভয়ে) মায়া প্রভাবে আমি অন্যের অদৃশ্য বলেই রাজার অলঙ্ঘ্য শর সন্ধান হতে এপর্য্যন্ত আত্মরক্ষা করে এসেছি, এখন মহারাজকে মহর্ষির আশ্রম পর্য্যন্ত নিয়ে যেতে পাল্লেই শ্রম সফল হয়; কি আশ্চর্য্য ব্রহ্মা সৃষ্টি কর্‌ছেন, বিষ্ণু পালন কর্‌ছেন আর দেবাদিদেব মহাদেব সংহার কর্‌ছেন; কিন্তু মহর্ষি এই তিন কার্য্যই একাকী কর্‌তে উদ্যত হয়েছেন, অথবা তপস্যার অসাধ্য কিছুই নাই, তপোবলে কি না হয়, যাহোক্ আমি এখন কেবল মুনিগণের কোপন স্বভাবের উপর নির্ভর করে এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েছি, কিন্তু ইহার ফল যে কি হবে তা বল্‌তে পারি না।

নেপথ্যে। ওরে দুষ্ট শূকর থাক্ থাক্ নিবিড় বনে প্রবেশ করে কি প্রাণ রক্ষা কর্‌তে পার্‌বি।

বিঘ্ন। (হৃষ্টমনে) এই যে মহারাজ নিকটে এসে-ছেন্ তবে একবার মায়াশক্তি ধারণ করে, এখান হতে বহির্গত হওয়া যাক্।

ধনুর্ব্বাণধারী রাজা ও সারথির প্রবেশ।

রাজা। থাক্‌রে দুষ্ট শূকর থাক্ (সম্মুখে দৃষ্টি

করিয়া) আর্য্য! আর্য্য! অনেক দূরে গিয়ে পড়েছে (বিশেষ রূপে দেখিয়া) না আর্য্য! দেখুন দেখুন এইবারে নিকটে এসেছে, (শরসন্ধান)

সূত। মহাভাগ! দেখুন্ দেখুন্ গর্জ্জন কত্তে কত্তে একবার এদিকে আস্‌ছে আবার ফিরে যাচ্চে।

রাজা (শরসন্ধান পূর্ব্বক অগ্রসর হইয়া চতুর্দ্দিক্ অবলোকন ও আশ্চর্য্যের সহিত) আহা হা আর্য্য! লক্ষ্য স্থির হলোনা, ঐ গুল্মলতার গহন কাননে প্রবিষ্ট হলো, কি করি, কখন দৃষ্টিপথ অতিক্রম করে অন্তর্হিত হচ্চে, কখন নয়ন পথে পতিত হচ্চে, পলক ফেলতে না ফেলতেই দূরে যাচ্চে, আবার নিকটে আসচে কখন পশ্চাৎ ভাগে কখন বা পার্শ্বে আসচে, লক্ষ্য স্থির করা সুকঠিন হলো, (দূর হইতে শূকরকে দেখিয়া সানন্দে) হাঁ এই বারে দৃষ্টিপথ অতিক্রম করে প্রান্তর ভূমিতে অবতীর্ণ হয়েছে, আর কোথায় যাবে, আর্য্য! শীঘ্র এস, শীঘ্র এস।

সূত। (পশ্চাৎ গমন) মহাভাগ! সূর্য্যের ভয়ে অন্ধকার যেমন পলায়ন করে তেমনি আপনার ভয়ে এই কাল বরাহটাও পালিয়ে যাচ্চে।

রাজা। (বিশেষ রূপে অবলোকন করিয়া) কি আশ্চর্য্য আর যে পদ চিহ্ন পর্য্যন্তও দেখতে পাওয়া

যায় না, দেখি সম্মুখের এই বনটার মধ্যে যদি থাকে (ইতস্তত অন্বেষণ)

সূত। বোধ হয় এই তপোবন মধ্যে প্রবেশ করেছে।

রাজা। আর্য্য! আহা তপোবনের কি রমণীয়তা, নব নব কুশাঙ্কুরে পরিবৃত হয়ে চতুর্দ্দিক্ নীলবর্ণে রঞ্জিত হয়েছে, লতা সমস্ত পুষ্প ভরে অবনত হওয়াতে বোধ হচ্চে যেন লতাগণ পুষ্পাঞ্জলি দিয়া প্রকৃতি দেবীর চরণ সেবায় নিরত হয়েছে, নব নব তরুগণ- ফল ভরে অবনত হয়ে যেন ঋষিগণকে উপঢৌকন প্রদান কর্‌চে, এদিকে পক্ষীগন বৃক্ষোপরি যেন জয় ধ্বনি কর্‌চে, এদিকে মৃগগণ নিঃশঙ্কচিত্তে কুশাঙ্কুর ভক্ষণ কর্‌চে, হোম ধেনুগণ পয়োধর ভারে আকুঞ্চিত হয়ে ইতস্তত বিচরণ কর্‌চে, এবং হব্যগন্ধ মন আকর্ষণ কর্‌চে. আর্য্য! এখন আর ইতস্তত বন বিলোড়ন করে তপোবনের উৎপাত কর্‌বার প্রয়োজন নাই, তুমি এখন অশ্বদিগকে জল পান করাইয়া বিশ্রাম করাও আমিও ধনুমাত্র লয়ে তপোবনে প্রবেশ করে মুনিদিগের চরণ বন্দনা করি।

সূত। যে আজ্ঞা মহারাজ।

(প্রস্থান)

রাজা। (চিন্তা করিয়া) হাঁ সংসার গ্রন্থিচ্ছেদই তপস্বীদিগের সুখ স্বচ্ছন্দের কারণ, কেননা স্ত্রীসংসর্গে অভিলাষ নাই, বন্ধু বান্ধবের বিয়োগে শোক নাই, আত্মপর জ্ঞান নাই, সংসারের কোন চিন্তাই নাই, (পরিক্রমণ করিয়া শঙ্কিত মনে) আহা এই কি তপোবন না অদৃষ্ট পূর্ব্ব বলিয়াই আমার এরূপ ভয় হচ্ছে, অথবা তপোময় ব্রহ্ম তেজের নিকট কি না পরাভূত হয় (সভয়ে পরিক্রমণ)

নেপথ্যে। আর্য্য! পরিত্রান করুন্ পরিত্রান করুন্, এই অশরণা অনপরাধিনী মন্দভাগিনীদিগকে অগ্নি কুণ্ড হতে রক্ষা করুন্।

রাজা। (শ্রবণ করিয়া) একি অদূরে যে স্ত্রীদিগের আর্ত্তরব শোনা যাচ্ছে, কি আশ্চর্য্য তপোবনে ঈদৃশ ভয়াবহ কার্য্যের সম্ভব কি? (সচকিত হইয়া অবস্থিতি)

নেপথ্যে। আর্য্য! এই অশরণা অনাথাদিগকে পরিত্রান করুন্ পরিত্রাণ করুন্।

রাজা। (স্তম্ভিত হইয়া ক্ষণপরে) ভয় নাই ভয় নাই, (সরোষে) কোন্ পাপিষ্ঠ নরাধম দুরাত্মা তপোবনের ঘোরতর অমঙ্গল সাধনে প্রবৃত্ত হয়েছে, অদ্য তার মস্তকচ্ছেদন করে প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ কর্‌বো (চতুর্দ্দিক্ নিরীক্ষণ ও সবিস্ময়ে

নেপথ্যের দিকে দৃষ্টি করিয়া স্বগত) প্রজ্বলিত হুতাশনে হোম কর্‌ছেন্ ইনি কে? আবার দেখ্‌ছি পরম রমণীয় দিব্যাঙ্গনাত্রয়ও ঐ অগ্নি মধ্যে রোদন কর্‌ছে, বোধ হয় এ কোন দুরাত্মা দিব্যাঙ্গনা লোভে মুনিবেশ ধারণ করে তপস্যায় প্রবৃত্ত হয়েছে, (সক্রোধে) ভয় নাই ভয় নাই, এই আমি যাচ্চি।

(প্রস্থান)

হোমনিরত বিশ্বামিত্র ও বিদ্যাত্রয়ের প্রবেশ।

বিদ্যা। (শশব্যস্তে) মহারাজ! পরিত্রাণ্ করুন্ পরিত্রাণ করুন্।

বিশ্বা। কি আশ্চর্য্য? ক্রিয়া প্রভাবে বিদ্যাত্রয় উপস্থিত হয়েও আমার বশ হচ্চেনা কেন? (পুনর্ব্বার সমাধি তৎপর)

বিদ্যা। মহারাজ! রক্ষাকরুন্ এই অশরণাদিগকে অগ্নিকুণ্ড হতে পরিত্রাণ করুন্।

রাজা। (সত্বর গমনে অগ্রসর হইয়া) ভয় নাই ভয় নাই, রে দুরাত্মন্ পাষণ্ডাধম! থাক্ থাক্ অবিলম্বেই তোর ধূর্ত্ততার প্রতিফল দিচ্চি, তুই প্রশান্তচিত্ত মহর্ষিদিগের ন্যায় বল্কল পরিধান করে ও হস্তে

ক্ষসূত্র বলয়, মস্তকে জটাভার ধারণ করে অবধ্য নারীবধে প্রবৃত্ত হয়েছিস।

বিশ্বা। (ক্ষণকাল নিস্তব্ধ হইয়া সক্রোধে) রে দুরাত্মন্ আমার ধ্যান ভঙ্গ কর্‌লি তোর কঠোর বাক্য রূপ বায়ুতে আমার ক্রোধাগ্নি প্রজ্বলিত হয়ে উঠেছে, আজ্ তোরে সপরিবারে দগ্ধ করে ত্রৈলোক্য গ্রাস তৃষ্ণা অপনয়ন কর্‌বো, (সক্রোধে গাত্রোত্থান)

বিদ্যা। (সহর্ষ স্বগত) আমাদের ত এখন পরিত্রাণ হলো, (প্রকাশে) মহারাজ হরিশ্চন্দ্রের জয় হোক্।

(বিদ্যাত্রয়ের প্রস্থান)

বিশ্বা। (দেখিয়া সক্রোধে) রে দুরাত্মা হরিশ্চন্দ্র আমার অনিষ্টাচরণে প্রবৃত্ত হয়েছে, রে দুরাত্মন্ ক্ষত্রিয়াপসদ! থাক্ থাক বিদ্যানাশ হেতু, আমার ক্রোধানল ক্রমেই প্রজ্বলিত হচ্চে, আজ্ তোকে হর কোপানলে দগ্ধ কন্দর্পের ন্যায় ভস্মাবশেষ না কর্‌লে আমার এ প্রদীপ্ত কোপানল কখনই নির্ব্বাণ পাবে না।

রাজা। (শশব্যস্ত স্বগত) কি সর্ব্বনাশ মহাতপা ভগবান্ কৌশিক? আর সেই সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কারিণী বিদ্যা? অবিবেকতার ফল অবশ্যই ভোগ

কর্‌তে হবে, এঁ্যা আমি প্রদীপ্ত হুতাশনে পদাঘাত করেছি? এখন কি করি।

বিশ্বা। (সক্রোধে) ক্রোধ বশতঃ আমার দক্ষিণ হস্ত শাপ প্রদানে উৎসুক হচ্ছে এবং বাম হস্ত পূর্ব্ব জাতি স্মরণ করে পাপাত্মার বধের নিমিত্তে শরাসন ধারণ কর্ত্তে উদ্যত হচ্ছে (গাত্রোত্থান)

রাজা। (সভয়ে অগ্রসর হইয়া) ভগবন্! প্রণাম করি (সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত)

বিশ্বা। (ক্রোধ প্রকাশ)

রাজা। (চরণে পতিত হইয়া)। ভগবন্! ক্ষমা করুন্, আমি স্ত্রীগণের আর্ত্তরবে মুগ্ধ ও অজ্ঞান হয়ে এই দুষ্কর্ম্ম করেছি ক্ষমা করুন্।

বিশ্বা। কি দুরাত্মা অজ্ঞান বশতঃ এই কার্য্য করেছি ক্ষমা করুন্ রে ক্ষত্রিয়াপসদ! তুমি আমাকে জান না, আমি তপোবলে উৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণ জাতি পরিগ্রহ করেছি, বশিষ্ঠের একশত পুত্রকে কোপানলে দগ্ধ করেছি, ত্রিশঙ্কু রাজাকে স্বীয় ক্ষমতায় স্বর্গগামী করেছি।

রাজা। ভগবন্! প্রসন্ন হোন, আমি ভয়ানক আর্ত্তরব শ্রবণে মুগ্ধ ও স্বধর্ম্ম পালনেচ্ছায় অজ্ঞান হয়েই এই পাপাচরণে প্রবৃত্ত হয়েছিলাম, অনুগ্রহ পুর্ব্বক ক্ষমা করুন্।

বিশ্বা। রে দুরাত্মা তোর আবার ধর্ম্ম কি?

রাজা। ভগবন্! শ্রবণ করুন, গুণবান ব্রাহ্মণকে দান. ভয়ার্ত্তকে রক্ষা করা আর শক্রুর সহ যুদ্ধ করাই ক্ষত্রিয়দের প্রধান ধর্ম্ম।

বিশ্বা। তবে আমাকে বিদ্যানুরূপ কিছু প্রদান কর্।

রাজা। (সহর্ষ) ভগবন্! সমস্ত ভুবনও আপনার দানের যোগ্য নয়, তবে অনুগ্রহ পূর্ব্বক আপনি এই ধনপূর্ণা বসুন্ধরা গ্রহণ করে সূর্য্যবংশকে চরিতার্থ করুন্।

বিশ্বা। (আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া স্বগত) যা হৌক বসুন্ধরা ত লাভ হলো (প্রকাশে) রাজন্! দক্ষিণা-শূন্য দান নাই তবে এখন দক্ষিণা প্রদানে পরিতুষ্ট কর।

রাজা। (স্বগত) কি দক্ষিণাই বা দেওয়া যায় (ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া প্রকাশে) ভগবন্। দক্ষিণা স্বরূপ লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা দিব, কিন্তু একমাস অবকাশ দিতে হবে।

বিশ্বা। আচ্ছা তাই স্বীকার কর্লাম কিন্তু দেখ এখন পৃথিবী আমার, অতএব পৃথিবী ভিন্ন আর কোথাও থেকে এনে দিতে হবে।

রাজা। (সশঙ্ক স্বগত) এযে বড় বিপদের কথা

(চিন্তা করিয়া সহর্ষ) হাঁ এই এক উপায় আছে মুনি-গণেরা বলেন, যে দেবাদিদেব মহাদেবের বাসস্থান বারাণসী, পৃথিবী হতে ভিন্ন, বারাণসীকে তাঁহারা স্বর্গনগরী বলে থাকেন, তবে সেই পুণ্য ভূমি হতেই দক্ষিণা আহরণ করে, প্রদান কর্‌বো (প্রকাশে) যা আজ্ঞা কর্চ্চেন তাই কর্‌বো (অঙ্গাভরণ খুলিয়া) ভগবন্! এই রাজলক্ষ্মী, এই ভগবতী বসুন্ধরা, এই অস্ত্র সমস্ত এবং এই রাজমুকুট আপনার শ্রীচরণে সমর্পিত হলো গ্রহণ করে কৃতার্থ করুন্, (সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত পূর্ব্বক উত্থান সহর্ষ স্বগত) আমি এখন রাজ্যত্যাগ করে মহর্ষির কোপানল হতে রক্ষা পেলাম, আহা! আজ আমার রাজ্য সফল হলো, আমি মহর্ষির যে ক্রোধকে বজ্রতুল্য জ্ঞান করে ছিলাম, সৌভাগ্য ক্রমে তাই এখন আমার পক্ষে কুসুমগুচ্ছের ন্যায় বোধ হচ্চে (করজোড়ে বসুন্ধরার প্রতি প্রকাশে) ভগবতি বসুন্ধরে! সূর্য্যবংশীয় নরপতিগণ আপনাকে যথা নিয়মে রক্ষা করে অলৌকিক যশোলাভ করেছেন, কিন্তু এই পাপাত্মা আপনার রক্ষণে সমর্থ হলোনা, এ নরাধমকে ক্ষমা কর্‌বেন, (বিশ্বামিত্রের প্রতি) ভগবন্! এখন গমন করে পুত্র কলত্র সমভি-ব্যাহারে লয়ে দক্ষিণার নিমিত্ত বারাণসী যাই অনু-মতি করুন্।

বিশ্বা। (সাশ্চর্য্য স্বগত) উঃ দুরাত্মার কি মহানুভাবতা রে দুরাত্মন্! দেখি তোমার কেমন মহানুভাবতা, তুমি যেমন রাজ্যভ্রষ্ট হয়েছ তেমনি এখন সত্যভ্রষ্ট না হলে আমার ক্রোধ শান্তি হচ্চে না (প্রকাশে) রাজন্! তবে তুমি যাও।

(সকলের প্রস্থান)

তৃতীয় অঙ্ক।

রাজার প্রবেশ।

রাজা। (সচিন্তিত) মহাতপা মহর্ষিকে বসুন্ধরা দান করে তুষ্ট করেছি, এখন দক্ষিণাটী দিলেই এ বিপদ হতে উদ্ধার পাই। এখন কি করি ভবানীপতি মহাদেবের স্থান হতে অর্থোপার্জ্জন করাও বিধেয় নয়, কিন্তু এ ভিন্ন আর কোন উপায়ও নাই (দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) আঃ কি কষ্ট আমি সকলই ত্যাগ করেছি কেবল দারা পুত্র ও আপন শরীর এই তিন অবশিষ্ট আছে. এখন জীবন পরিত্যাগ ভিন্ন আর নিষ্কৃতি নাই, অথবা মহর্ষির ঋণ হতে মুক্ত না হলেই বা কিরূপে জীবন ত্যাগ করতে পারি? আর সহ্য হয় না, দশ দিক শূন্য দেখ্‌ছি, হা বিধাত! তোমার মনে কি এই ছিল, (সম্মুখে দৃষ্টি করিয়া) আহা! এই ত বারাণসী ধাম, ভগবতি বারাণসি! প্রণাম করি. আহা! এই পুণ্যক্ষেত্রে শান্তিনিষ্ঠ ধর্ম্মপরায়ণ জিতেন্দ্রিয় মহাত্মা ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রহ্মচারীগণ, জপ ও উপবাসাদি দ্বারা সিদ্ধ হচ্ছেন, ও অন্তে তারকব্রহ্ম মহাদেবের নাম স্মরন করে মুক্তি প্রাপ্ত হচ্ছেন;

সংসারজালে আবদ্ধ লোকেরা এই স্থানেই মুক্তি লাভ করে, তাহাদের আর অন্য উপায় কিছুই নাই এবং ভগবান্ ভবানীপতিও এই স্থানে সর্ব্বদাই বিরাজমান আছেন। যাহোক এখন কি উপায়ে দক্ষিণা আহরণ করি, (চিন্তা করিয়া) আঃ কি করি কুবেরকে জয় করে কি ধন আহরণ কর্‌বো! তাই বা কেমন করে হয়, এ হতভাগার আর আশা কোথায়, ভিক্ষা কর্‌বো! তাও ত ক্ষত্রিয়ের কর্ম্ম নয়, তবে কি বাণিজ্য কর্‌বো! সেও অর্থোপার্জ্জনের এক উপায় বটে, কিন্তু ধন না থাকলে তাও ত হয় না, হায়! অসময়ে কি না ঘটে (উর্দ্ধাবলোকন) তবে আর কি করি, এখন স্বদেহ বিক্রয় করেই সনাতন ধর্ম্ম রক্ষা করি (স্তম্ভিত হইয়া) বৎস! রোহিতাশ্ব ও দেবী শৈব্যা অত্যন্ত শ্রান্তি প্রযুক্ত এখনও উপস্থিত হতে পার্‌লেন না, ভাল তাঁরা না আস্‌তে আস্‌তেই কেন কার্য্য সম্পাদনের চেষ্টা করিনে, (উর্দ্ধাবলোকন করিয়া) ওঃ কি প্রখর রৌদ্র, পথ উত্তপ্ত হয়েছে আর চল্‌তে পারিনে, প্রাণ যায়, একে অন্তঃকরণ সর্ব্বদা দুঃখানলে দগ্ধ হচ্ছে, তাতে আবার এই প্রচণ্ড রবিকিরণ, হা বিধাতঃ! আমার ভাগ্যে কি এই ছিল, আর এ কষ্ট সহ্য হয় না। প্রাণ যায়, মাতঃ বসুন্ধরে! তুমি দ্বিধা হও, আমি তোমার মধ্যে প্রবেশ করে এ

অন্তর্দাহ হতে মুক্ত হই, (মূর্চ্ছিত ও ভূতলে পতন, কিয়ৎক্ষণ পরে সহসা গাত্রোত্থান করিয়া ক্ষিপ্তের ন্যায়) রে দুরাত্মা হরিশ্চন্দ্র ! মহর্ষির দক্ষিণা না দিয়া কোথায় যাচ্ছিস্, (সংজ্ঞালাভ করিয়া) একি ! আমার বুদ্ধি ভ্রংশ হয়েছে ? আমি ক্ষিপ্তের ন্যায় প্রলাপ দেখ্‌চি যে, যাহোক্ আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই, এখন নগর মধ্যে গিয়া কোন উপায় দেখা যাক্, বোধ হয় মহর্ষিও এখানে আস্‌বেন (পরিক্রমণ)

বিশ্বামিত্রের প্রবেশ।

বিশ্বা। (স্বগত) দুরাত্মা যেমন রাজ্যভ্রষ্ট হয়েছে; তেমনি সত্যভ্রষ্ট না হলে আমার ক্রোধ শান্তি হচ্ছে না (দেখিয়া) কি আশ্চর্য্য এই যে হরি-শ্চন্দ্র এখানে এসেছে, আঃ কি মহানুভাবতা, যাহোক অগ্রে যাওয়া যাক্ (সক্রোধে) দুরাত্মন্ ! তুমি এখনও দক্ষিণা আহরণ কর নাই।

রাজা। (সবিস্ময়ে) একি ভগবান্ কৌশিক যে (প্রকাশে) ভগবন্ ! প্রণাম করি।

বিশ্বা। রে হতভাগ্য ! তুমি এখনও মিথ্যা অনুনয়ে আমাকে প্রবঞ্চনা কর্‌ছো।

রাজা। (কর্ণে হস্ত দিয়া) ভগবন্ ! ক্ষান্ত হোন্ ক্ষান্ত হোন্।

বিশ্বা। রে দুরাত্মন্ ! এখনও মিথ্যা প্রলোভনে আমাকে ক্ষান্ত কচ্চিস্, আর আমি ক্ষমা কর্‌বোনা, আজ্ তোকে শাপানলে দগ্ধ কর্‌বো (শাপ জল-গ্রহণ)

রাজা। (চরণে পতিত হইয়া) ভগবন্ ! প্রসন্ন হোন্ প্রসন্ন হোন্ ক্ষমা করুন্, আমি আজ্ সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বেই আপনার দক্ষিণা প্রদান কর্‌বো, এর অন্যথা হলে আমাকে শাপ প্রদান কর্‌বেন্, কিম্বা একেবারেই বিনাশ কর্‌বেন্, এখন কিছুক্ষণ ক্ষান্ত হোন্, আমি এই নগর মধ্যে গমন কর্‌ছি।

বিশ্বা। (শাপ জল ফেলিয়া) তবে শীঘ্র যাও আমিও হোমাদি সমাপনান্তে যাচ্ছি।

রাজা। (স্বগত) আহা! ঋণগ্রস্থ হওয়া কি কষ্টকর, আমি এই বিপদজনক ঋণসাগরে পতিত হয়ে, সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিছি, এখন পুত্র কলত্র ও আত্মা পর্য্যন্ত ত্যাগ কর্‌তেও উদ্যত আছি তথাচ নিষ্কৃতি নাই (ইতস্তত পরিক্রমণ করিয়া) এই ত দেখ্‌চি আপণশ্রেণী, (মস্তকে তৃণ বন্ধন) ভো ভো মহাজনগণ ! আমি দৈব দুর্ব্বিপাকে এই অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছি, মহাশয়েরা অনুগ্রহ পূর্ব্বক লক্ষ মুদ্রায় আমাকে ক্রয় করে, অপার দুঃখসাগর হতে মুক্ত করুন্।

নেপথ্যে। হা আর্য্যপুত্র! আমাকে একাকিনী ফেলে কোথায় গেলেন্, আপনার সে অলৌকিক প্রণয় কোথায় গেল, আমাকে আপনার অনুগামিনী করুন্।

রাজা। (সচকিত) দেবী এলেন্ নাকি? তবে ত আমার অভিলাষ সিদ্ধ হলো না।

বালকের সহিত পথশ্রান্তা শৈব্যার প্রবেশ।

শৈব্যা। হা আর্য্যপুত্র! আমাকে অনাথা করে কোথায় যান্? (ইতস্তত পরিক্রমণ করিয়া) হে মহাজনগণ! আপনারা অর্দ্ধ লক্ষ সুবর্ণ মুদ্রা দিয়া আমাকে ক্রয় করুন আমি আপনাদের চিরদাসী হয়ে থাক্‌বো।

বালক। আপনারা দয়া করে আমাকেও কিনুন্।

রাজা। (দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া স্বগত) আঃ কি কষ্ট আমার হৃদয় কি কঠিন; পুত্র কলত্র সম্মুখে বিক্রয় হচ্চে দেখেও বিদীর্ণ হচ্চে না, রে পাষাণ হৃদয়! অগ্নি সংযোগে লৌহও গলিয়া যায় কিন্তু কি আশ্চর্য্য তুমি সর্ব্বদা অন্তর্দাহে দগ্ধ হয়েও ভস্ম হচ্চো না, তোমার কি স্নেহ মমতা কিছুমাত্র নাই, তোমার লজ্জা নাই, হা বিধাত! আর কষ্ট সহ্য হয়না, হায় আমার মৃত্যু নাই, আর কত কালই বা এ যাতনা সহ্য কর্‌বো?

উপাধ্যায় ও বটুর প্রবেশ।

উপা। বৎস কৌণ্ডিন্য! সত্যই কি এ নগরে দাসী বিক্রয় হচ্চে?

বটু। মহাশয় আপনাকে কি মিথ্যা কথা বল্‌তে পারি।

উপা। তবে চল দেখিগে।

বটু। চলুন্ মহাশয় চলুন্।

উপা। (ইতস্তত পরিক্রমণ করিয়া) আহা কি চমৎকার পণ্যবিথী, পৃথিবী যে ধনপূর্ণা তা এই স্থানেই সপ্রমাণ হচ্চে (একদৃষ্টে নিরীক্ষণ)

বটু। মহাশয় এখানে অত্যন্ত লোকের গোলমাল দেখা যাচ্চে বোধ হয় এই খানেই দাসী বিক্রী হচ্চে।

উপা। তাইতো অত্যন্ত কোলাহল দেখ্‌চি যে।

শৈব্যা। (সখেদে) মহাশয়েরা আমাকে ক্রয় করুন. ক্রয় করুন।

বালক। আমাকেও কিনুন, আমাকেও কিনুন

উপা। (দেখিয়া সাশ্চর্য্য স্বগত) কি আশ্চর্য্য পরম সুন্দরী স্ত্রী এরূপ অবস্থা কেন!

শৈব্যা। আমি পরপুরুষের উপাসনা ও উচ্ছিষ্ট ভোজন ব্যতীত যা বল্‌বেন তাই কর্‌বো, আমাকে অনুগ্রহ পূর্ব্বক ক্রয় করুন্।

উপা। তুমি আমার গৃহে এস, ব্রাহ্মণী সর্ব্বদাই আমার সেবায় নিরতা থাকেন, গৃহকার্য্য কিছুই কর্‌তে পান্‌না, এস তুমি আমার গৃহ কার্য্য কর্‌বে, আমি তোমাকে ক্রয় কর্‌ছি।

শৈব্যা। (সহর্ষে) যে আজ্ঞা ভগবান্, আমি এখন কৃতার্থ হলেম।

উপা। (একদৃষ্টে নিরীক্ষণ করিয়া স্বগত) আহা! কি মনোহর রূপ যেন সাক্ষাৎ ভগবতী, কি লজ্জা, কি মন্থর গতি, কি নম্র দৃষ্টি, কি মধুর বচন, বোধ হয় ইনি কোন প্রধান বংশের বধূ, কি কন্যা হবেন, কেনই এমন দশা প্রাপ্ত হয়েছেন? যা হোক্ জিজ্ঞাসা করা উচিত, (প্রকাশে) বাছা! তোমার স্বামী আছেন কি?

শৈব্যা। (মস্তক নাড়িয়া প্রকাশ)

উপা। নিকটে আছেন্ কি?

শৈব্যা। (অশ্রুপূর্ণ লোচনে রাজার প্রতি দৃষ্টিপাত)

উপা। (স্বগত) ইনিই কি ইহার ভর্ত্তা (নিরীক্ষণ করিয়া সখেদে) আহা! ইনিও যে দেখ্‌ছি পরম সুন্দর পুরুষ বিশাল বক্ষস্থল, মাংসল স্কন্ধ, স্থূলায়ত করযুগল, যেন সাক্ষাৎ কন্দর্প, ইনি কোন প্রধান বংশীয় রাজা হবেন তার কোন সন্দেহই নাই; আহা! বিধাতার নির্ব্বন্ধ কিছুই বুঝ্‌তে পারা যায় না (অগ্রে গমন

করিয়া অশ্রুপূর্ণলোচনে) আপনার দুঃখ দেখে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হচ্ছে, আপনার অবস্থান্তরের কারণ জান্‌বার জন্য আমার মন অত্যন্ত ব্যাকুল হয়েছে অনুগ্রহ করে বল্লে চরিতার্থ হই।

রাজা। (চিন্তা করিয়া স্বগত) সাধু জনের বাক্যের উত্তর না দেওয়াও অন্যায়, (প্রকাশ) মহাশয় এখন বিস্তারিতরূপে বল্‌বার সময় নয়, তবে সংক্ষেপে বলি, ব্রহ্মকোপানলে পড়ে আমার এরূপ দুর্দ্দশা হয়েছে।

উপা। তবে এখন আমার নিকট অর্থ গ্রহণ করুন্।

রাজা। মহাশয়! আমি বর্ত্তমানে আমার গৃহিণীকে ক্রয় করেন্ কেন? আপনি আমাকেই ক্রয় করুন্।

শৈব্যা। (বদ্ধাঞ্জলি হইয়া) মহাশয়! আপনি পূর্ব্বে স্বীকার করেছেন্, এখন আর অন্যমত কর্‌বেন্ না, আমাকে এ দুঃখসাগর হতে মুক্ত করুন।

উপা। আমি তোমাদের লক্ষার্দ্ধ দিতে স্বীকার করিছি, এই তোমরা যে হয় গ্রহণ কর (প্রদান)

শৈব্যা। (গ্রহণ করিয়া রাজহস্তে অর্পণ) আর্য্যপুত্র! গ্রহণ করুন, আহা! এতদিনে আমার শরীর সার্থক হলো, আমি কৃতার্থ হলেম।

উপা। (স্বগত) নাঃ আর এদের কষ্ট দেখ্‌তে পারিনে যাই (গমনোদ্যত)

শৈব্যা। ঠাকুর! একটু বিলম্ব করুন্! আর্য্যপুত্রকে একবার জন্মের মত দেখে যাই।

উপা। আচ্ছা এই কৌণ্ডিন্য রইল (প্রস্থান)

রাজা। (সখেদে ঊর্দ্ধ দৃষ্টি) রে নিদারুণ বিধি! তোর মনে কি এই ছিল? কোথায় রাজমহিষী কোথায় একেবারে দাসী! আহা! চূড়ামণি চরণাভরণ হলো, আঃ কি কষ্ট! এহতভাগ্য হতে নির্ম্মল সূর্য্যবংশ কলঙ্কিত হলো, আমার আর এ পাপজীবনে প্রয়োজন কি? এখন কি করি কোথায় যাই, (ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া প্রকাশে) দেবি! জগদীশ্বর যা করেছেন তাতে আর কোন ক্ষমতাই নাই, এখন তুমি যাও কিন্তু সর্ব্বদা সাবধান থাক্‌বে, ব্রাহ্মণ ও তাহার শিষ্যগণের যথোচিত সেবা কর্‌বে, ব্রাহ্মণীকে সর্ব্বদা প্রীত রাখ্‌বে আর এই শিশু সন্তানটীকে পালন কর্‌বে, কদাচ ইহার অন্যথা করোনা।

শৈব্যা। যে আজ্ঞা আর্য্যপুত্র! (গমনোদ্যত ও রাজাকে দেখিয়া বিকলতা)

বটু। এস এস আমাদের উপাধ্যায় মহাশয় অনেক দূর গিয়ে পড়লেন্।

শৈব্যা। (অনুনয় করিয়া) ঠাকুর! একটু বিলম্ব করুন্, জন্মের মত একবার আমার মহারাজকে দেখে যাই।

রাজা। (সখেদে) প্রিয়ে! গমন কর ব্রাহ্মণের কষ্ট হচ্ছে।

শৈব্যা। (রাজাকে দেখিতে দেখিতে গমন)

বালক। বাবা! মা কোথায় চল্লো?

রাজা। বৎস! তোমার গর্ভধারিণী দাসী হয়ে ব্রাহ্মণগৃহে যাচ্ছেন্।

বালক। ওরে মিন্‌সে! আমার মাকে তুই কোথা নিয়ে যাচ্চিস্। (ব্রাহ্মণের বস্ত্র ধারণ)

বটু। (সকোপে) দুর্ হতভাগা ছেলে, যাঃ (পদাঘাত)

বালক (অশ্রুপূর্ণলোচনে অধরভঙ্গীর সহিত পিতার প্রতি দৃষ্টি)

(রাজা ও শৈব্যার নিরীক্ষণ)

রাজা। ঠাকুর ও শিশু, উহার কোন অপরাধ লবেন না। (বালককে তুলিয়া মস্তকাঘ্রাণ ও আলিঙ্গন করিয়া সখেদে) বৎস! কেন আর এ দুরাত্মার মুখাবলোকন কর্‌চ, আহা! পশু পক্ষীরাও পুত্রকলত্রের প্রতি স্নেহ করে, কিন্তু কি আশ্চর্য্য এ পাপাত্মার স্নেহ মমতা কিছুই নাই, অনায়াসেই পুত্রকলত্র বিক্রয় কর্‌লে, বৎস! কেন আর এ চণ্ডালের সঙ্গে আস্‌চ, তোমার মাতার সঙ্গে যাও।

শৈব্যা। আর্য্যপুত্র! কেন আর এ মন্দভাগিনীর সঙ্গে থেকে মহর্ষির কার্য্যের ব্যাঘাত করেন্, (বালকের হস্ত ধারণ করিয়া প্রস্থান)

বিশ্বামিত্রের প্রবেশ।

বিশ্বা। আঃ এখনও দক্ষিণা আহরণ করা হয় নি?

রাজা। (শশব্যস্তে) ভগবন্! এই অর্দ্ধেক গ্রহণ করুন্ অপরার্দ্ধ শীঘ্রই দিচ্চি।

বিশ্বা। যদি প্রতিশ্রুত প্রতিপালন কর্তে ইচ্ছা থাকে, তবে সমুদয় প্রদান কর, অর্দ্ধেকে প্রয়োজন নাই।

নেপথ্যে। হে মুনিপুঙ্গব! তোমার তপস্যায় ধিক্, তোমার তত্ত্বজ্ঞানে ধিক্, তোমার বেদাধ্যয়নে ধিক্, তুমি সূর্য্যবংশাবতংস মহারাজ হরিশ্চন্দ্রকে এরূপ দুষ্কর বিপদসাগরে নিমগ্ন কর্লে?

বিশ্বা। (শ্রবণান্তর সক্রোধে) কেরে দুরাত্মা! আমার নিন্দা কর্ছিস্ (ঊর্দ্ধে দৃষ্টি করিয়া) কি বিমানচারী দেবতারা? (সরোষে কমণ্ডলু হইতে শাপজল গ্রহণ করিয়া) রে ক্ষত্রিয় পক্ষপাতি অনাত্মজ্ঞ দেবগণ! এত বড় স্পর্দ্ধা, জাননা যে আমি কে? এই শাপ দিচ্চি যে তোমরা পৃথিবীতে ক্ষত্রিয়ের ঔরসে জন্ম গ্রহন কর্বে, এবং দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা তোমাদের

শিরঃশ্ছেদন কর্‌বে (গণ্ডূষজল বিক্ষিপ্ত করিয়া শাপ প্রদান)

রাজা। (ঊর্দ্ধে দৃষ্টি করিয়া সভয়ে স্বগত) উঃ কি তপস্যার প্রভাব আমিতো কোন্ সামান্য লোক, বিমান-চারী দেবতারাও ভয়ে কম্পিত হচ্চেন্, দৃষ্টিপাত মাত্রেই রথঘণ্টা কম্পিত হয়ে ভূতলে পড়্‌ছে, কিরীট সমূহ ছিন্ন ভিন্ন হয়ে পতিত হচ্চে, কি আশ্চর্য্য ! (প্রকাশে) ভগবন্ ! ভার্য্যা ও পুত্র বিক্রয় করে অর্দ্ধেক দক্ষিণা সঞ্চয় করিছি, অনুগ্রহ করে গ্রহণ করুন্ অপরার্দ্ধের জন্য চণ্ডালের নিকট আত্ম বিক্রয় কর্‌তেও প্রস্তুত আছি।

বিশ্বা। (সক্রোধে) না অর্দ্ধেকের প্রয়োজন নাই সমুদয় না দিলে ক্ষমা কর্‌বো না।

রাজা। ভগবন্ ! দণ্ডমাত্র বিলম্ব করুন্ সমুদয়ই দিচ্চি।

বিশ্বা। তবে শীঘ্র আন আমি এই খানে দাঁড়াই।

রাজা। যে আজ্ঞা ভগবন্ ! (পরিক্রমণ) ভো ভো মহাজনগণ আপনারা আমাকে ক্রয় করেএ দুঃখ-সাগর হতে উত্তীর্ণ করুন্।

(চণ্ডালবেশধারী ধর্ম্ম ও অনুচরের প্রবেশ)

ধর্ম্ম। (স্বগত) আমিই ত এ সমস্ত পৃথিবীটা

ধারণ কর্‌চি, আমার ও সত্যের প্রভাবেই ত এ সসাগরা ধরা চল্‌চে, এখন আমি রাজা হরিশ্চন্দ্রকে পরীক্ষা কর্‌বার জন্য চণ্ডাল বেশ ধারণ করিচি, দেখা যাক্, এর কি রকম চরিত্র আর ইনি আমাদের অনুগত কি না।

ধর্ম্ম। (ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া সাশ্চর্য্য) আমি ত বেস্ দেখ্‌চি রাজা হরিশ্চন্দ্রের তুল্য লোক পৃথিবীতে নাই, যাহোক্ এখন নিকটে যাই (পরিক্রমণ করিয়া প্রকাশে) ওরে শারমেয়! টাকার পোঁট্‌লাটা এনেচিস্ ত?

অনু। এখন আবার টাকা নিয়ে কি কর্‌বে গো, মদ্ টদ্ খাবে নাকি?

ধর্ম্ম। আঃ তোর সে কথায় কায্ কি (পরিক্রমন)

রাজা। ভো ভো মহাজনগণ! আমি এই দুর্দ্দশাগ্রস্থ, আমাকে কেহ লক্ষার্দ্ধ মূল্যে ক্রয় করে চরিতার্থ করুন্ (সখেদে) আহা! আমাকে কেহই ক্রয় কর্‌লেন্ না, হা বিধাত! (মূর্চ্ছিত হইয়া পতন)

ধর্ম্ম। (দেখিয়া স্বগত) আহা! মহাত্মা হরিশ্চন্দ্র মূর্চ্ছিত হলেন্? তবে আমি এই সময় নিকটে যাই, (প্রকাশ) ওরে বাপু! ওট্ ওট্ আমিই তোকে কিন্‌বো, এই নে তোর দাম নে, তুই যা বল্‌ছিলি তাই দিচ্চি, ওট্ বাপু ওট্।

রাজা। (সহর্ষে গাত্রোত্থান করিয়া) মহাশয়! আমাকে ক্রয় কর্‌বেন্?

ধর্ম্ম। হাঁ! আমিই তোকে কিন্‌বো।

রাজা। আপনি কে মহাশয়?

ধর্ম্ম। হাঃ হাঃ হাঃ বাপু তুমি আমাকে জাননা এই যত চাঁড়াল আছে তাদের সবাইকার মুই পরামাণিক, তা বল্লেও হয়, আর আজ্ঞা বল্লেও হয়, আর যত মড়াঘাটা ও ভাগাড়ের কর্ত্তাই মুই।

রাজা। (বেগে কৌশিকের চরণে পতিত হইয়া) ভগবন্! পরিত্রাণ করুন্ পরিত্রাণ করুন্, আমি চিরকাল আপনার দাস হয়ে শ্রীচরণ সেবা কর্‌বো কিন্তু চণ্ডালের দাসত্ব কর্‌তে পার্‌বো না।

বিশ্বা। দূর্ মূর্খ! তপস্বীরাই দাস তাদের আবার দাস কি? আমি তোকে দাস করে কি কর্‌বো?

রাজা। ভগবন্! আপনি আমাকে যা আদেশ কর্‌বেন তাই কর্‌বো, আপনিই আমাকে দাস করুন্।

বিশ্বা। বেবণন! তোমরা শ্রবণ কর, আমি যা আদেশ কর্‌বো ইনি তাই কর্‌বেন।

রাজা। হাঁ মহাশয়! আপনি যা বল্‌বেন তাই কর্‌বো।

বিশ্বা। তবে যে তোমাকে ক্রয় কর্‌তে চাচ্চে, তাহার নিকটেই আত্মবিক্রয় করে আমার দক্ষিণা প্রদান কর।

রাজা। (স্বগত) হায়! এখন কি করি? মহর্ষি ত কোন মতেই স্বীকার কর্‌লেন না (প্রকাশে) যে আজ্ঞা মহাশয়! (চণ্ডালের নিকট গমন করিয়া) চণ্ডালরাজ! তবে আপনিই আমাকে ক্রয় করুন্ কিন্তু আমার একটী কথা রাখ্‌তে হবে।

ধর্ম্ম। কি কথা বল্ বাপু বল্।

রাজা। আমি ভিক্ষান্নে উদর পুর্ণ কর্‌বো, আর আপনার গৃহে বাস কর্‌বোনা, পথে পতিত ছিন্ন বস্ত্রাদি পরিধান কর্‌বো কিন্তু আপনি যখন যা আদেশ কর্‌বেন্ তাই কর্‌বো।

ধর্ম্ম ও অনু। তা বেস কথা, এই নে তোর ট্যাকা কড়ি বুজে সুজে নে (অর্পণ)

রাজা। (আনন্দের সহিত গ্রহণ করিয়া) আঃ বাঁচ্‌লেম এখন ত ঋণ হতে মুক্ত হলেম্, সত্য প্রতিপালন হলো, তা আমার এখন চণ্ডালের দাসত্ব করাও ভাল (কৌশিকের প্রতি সানুনয়ে) ভগবন্! এই আপনার দক্ষিনা গ্রহণ করুন্।

বিশ্বা। (আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া) এত্যা দক্ষিণা দেবে?

রাজা। ভগবন্! এই গ্রহণ করুন্ (অর্পণ)

বিশ্বা। (গ্রহণানন্তর স্বগত) আর এখানে কি করা যায়, তবে এখন যাওয়া যাক্ (গমনোদ্যত)

রাজা। (সবিনয়ে) ভগবন্! আপনার দক্ষিণা দিতে অনেক বিলম্ব হয়েছে, তা সে জন্য কোন দোষ লবেন্ না।

বিশ্বা। হাঁ ক্ষমা কর্লাম।

(প্রস্থান)

রাজা। (চণ্ডালের নিকট গিয়া) চণ্ডালরাজ! (সভয়ে) না না স্বামিন্! এখন কি কর্তে হবে আজ্ঞা করুন্।

ধর্ম্ম। (সপরিতোষে স্বগত) ওঃ এমন মনুষ্য ত কখন দেখিনি, (প্রকাশে) ওহে বাপু তুমি এখন ঐ দক্ষিণ মশানে গিয়ে যত মড়াটড়া আস্বে তাদের কাঁথা আর খাট টাট্ গুনো জড় কর গে, আমি এখন বাড়ি চল্লাম।

রাজা। যে আজ্ঞা প্রভু।

(সকলের প্রস্থান)

চতুর্থ অঙ্ক।

চণ্ডালদ্বয়ের সহিত রাজার প্রবেশ।

চণ্ডালদ্বয়। ওরে তুই যে চল্‌তে পারিস্‌নে, চলে আয় চলে আয়, তুই কিরে, যেন কত দিন খাস্‌নি, নড়্‌তে পারিস্‌নে যে।

রাজা। (দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) চল ভাই চল, এই যে আমি যাচ্চি (স্বগত) উঃ কি কষ্ট, এখনও আমার দারুণ কষ্টের শেষ হয় নাই, আমি চণ্ডালের দাসত্ব স্বীকার কর্‌লাম, মহাশ্মশানে বাস কর্‌তে সম্মত হলাম, মৃত কন্থা আহরণেও নিযুক্ত হলাম, যা-হোক দেখি বিধাতার মনে কি আছে, পূর্ব্বে মনে করেছিলাম, যে ঋণ হতে মুক্ত হলেই দুঃখ শান্তি হবে কিন্তু এখন তাহা অপেক্ষাও শারীরিক ও মানসিক কষ্ট অধিক হলো, আহা আমার প্রজাগণ বন্ধুগণ ও ভৃত্যগণ অনাথ হয়ে কার শরণাপন্ন হলো কিছুই বল্‌তে পারিনে, এদিকে প্রিয়তমা মহিষী কিরূপেই বা ব্রাহ্মণগৃহে বাস কর্‌চেন, আহা! তাঁহার কত কষ্টই হচ্চে, যিনি সর্ব্বদা সুখ সম্ভোগে ও আমোদ প্রমোদে কাল যাপন করতেন, যিনি মালা গাঁথ্‌তেও শ্রান্তি

বোধ কর্‌তেন, সেই দেবী এখন ব্রাহ্মণের ঘরে দাসীর কর্ম্ম কেমন করে কর্‌চেন? হা দেবি! তুমি বিমল চন্দ্রবংশে জন্মপরিগ্রহ করে কেন ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নি-কুণ্ডের ন্যায় এ পাপাত্মার হস্তে পতিত হলে (বক্ষে হস্ত দিয়া) ওঃ যে দিন দেবীকে বিক্রয় করি সে দিন যে সেই ব্রাহ্মণকুমার আমার শিশু সন্তানটীকে পদাঘাত কর্‌লেন তা দেখে অবধি আমার হৃদয়ে যেন একটী শল্য বিদ্ধ হয়ে রয়েছে।

চণ্ডালদ্বয়। ওরে বাপু! চলে চ চলে চ, নড়্‌তে পারিস্‌নে যে।

রাজা। (সখেদে স্বগত) আঃ কি যন্ত্রণা (প্রকাশে) চল ভাই চল, এই যে আমি যাচ্চি।

চণ্ডালদ্বয়। ওরে ঐ দক্ষিণ মশান দেখা যাচ্চে চলে চ চলে চ।

রাজা। ওঃ কি ভয়ানক স্থান, চতুর্দ্দিকে মৃত দেহ বিস্তৃত রয়েছে, শৃগালগণ মৃত দেহ ছিন্ন ভিন্ন করে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত কর্‌চে, মাংসলোভী শকুনি গৃধিনী সকল পরস্পর মৃত দেহ লয়ে কোলাহল কর্‌চে কুকুরেরা বিকট শব্দ কর্‌চে, দেখ্‌লে ভয়ে শরীর শুষ্ক হয়ে যায়। শ্মশান দর্শনে মনুষ্যের সংসারগ্রন্থিচ্ছেদ হয়, যে ব্যক্তিরা মূঢ়, তারাই মায়ামোহে মুগ্ধ হয়ে এ দেহের বৃথা যত্ন ও অভিমান করে।

চণ্ডালদ্বয়। ওরে! এই মা কালীকে দণ্ডবৎ কর্‌রে! (উভয়ে প্রণাম) মা! বাঁচিয়ে রেখ মা!

রাজা। (অগ্রসর হইয়া সবিস্ময়ে অবলোকন) ওঃ কি ভয়ানক মূর্ত্তি! (করযোড়ে স্তুতি)

কালী কালরূপিণী মা করালবদনী।
বৈষ্ণবী বারাহী নারসিংহী নারায়ণী॥
এলোকেশী অসি ধরা অসিত বরণী।
কিঙ্করে করুণা কর ওমা কাত্যায়নি॥

লোলজিহ্বা ত্রিলোচনী নৃমুণ্ডমালিনী।
মহামায়া মাহেশ্বরী মহিষমর্দ্দিনী॥
সর্ব্বাণী সর্ব্বদা শুভা শিবা সনাতনী।
কিঙ্করে করুণা কর ওমা কাত্যায়নি॥

ভৈরবী ভবানী ভীমা ভীষণনাদিনী।
ভগবতী তুমি ভব বিপদনাশিনী॥
দাক্ষায়ণী দয়াময়ী দানবদলনী।
কিঙ্করে করুণা কর ওমা কাত্যায়নি॥

ত্রিগুণধারিণী তারা ত্রিলোকতারিণী।
চতুর্ভুজা বরাভয় প্রদানকারিণী॥

হরারাধ্যা হৈমবতী হেরম্বজননী।
কিঙ্করে করুণা কর ওমা কাত্যায়নি ॥

(সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত)

(নেপথ্যে সন্ধ্যা সূচক গীত)

রাগিণী পুরবী তাল—একতালা।

দিবা অবসান, আইল যামিনী, কি শোভা হলো
দেখনা ঐ, নয়নরঞ্জন।
মুদিল নলিনী, কুমুদিনী, উল্লাসিনী হইল,
বহিল, মৃদু প্রভঞ্জন ॥
সুধাংশু গগণে, পিকগণে, উপবনে কাননে,
গাইছে, সুমধুর গান।
ফুটিয়া মালতী, জাতী যূথী, সেঁউতী সুগন্ধে,
তুষিছে, জগত জীবন ॥

রাজা। (শ্রবণানন্তর) এই যে সন্ধ্যাকাল উপস্থিত হলো, চতুর্দ্দিক হতে বিহঙ্গমগণ নিজ নিজ কুলায়ে আগমন কর্‌চে, তাদের কোলাহলে চতুর্দ্দিক্ পরিপূর্ণ হলো, ক্রমে ক্রমে তারকামণ্ডল প্রকাশ পাচ্চে, অন্ধকার পুঞ্জ দিঙ্মণ্ডল আক্রমণ কর্‌লে, শবদাহের অত্যন্ত দুর্গন্ধ বচ্চে, এখন প্রভুর আদেশ পালন কর্‌তে হবে, কি

করি শ্মশানস্থল ক্রমেই ভয়ানক হচ্চে, ভয় কল্লেই বা কি হবে (ইতস্তত পরিক্রমণ)

চণ্ডাল। (জনান্তিকে) ওরে ভাই রাত্তির হলো এখানে বড় ভূতের ভয় শিগ্গির শিগ্গির পালাই চ।

অন্য। হাঁ ভাই চল আমরা যাই।

চণ্ডাল। (প্রকাশে) ওরে তুই এই শ্মশানে থাক্ মনিব যা বলে দিয়েছে তাই কর্ আমরা চল্লাম।

রাজা। আচ্ছা ভাই তবে তোমরা যাও।

(নেপথ্যে কল কল ধ্বনি)

চণ্ডালদ্বয়। (সভয়ে) ওঃ বাপ্‌রে যে ভূতের গোল পালাই চ পালাই চ।

(চণ্ডালদ্বয়ের প্রস্থান)

রাজা। (স্তম্ভিত ও ক্ষণকাল পরে ইতস্তত পরিক্রমণানন্তর অবলোকন করিয়া) ওঃ কি ভয়ানক মূর্ত্তি ; কূপাকার চক্ষু, বৃহদাকার নাসিকা, দন্ত উন্নত, ভয়ানক উদর, গাত্রে মাংসমাত্র নাই, এরূপ মূর্ত্তি ত কখন দেখি নাই। যাহোক এখন কি করে দেখা যাক (ইতস্তত অবলোকন করিয়া) এই যে এখানেও অনেক গুলো ক্রীড়া কর্‌চে দেখ্‌চি, এদিকে কতকগুলো রক্তপান কর্‌চে, কতকগুলো অর্দ্ধ দগ্ধ মাংস ভক্ষণ কর্‌চে, এবং পরস্পর কলহ কর্‌চে; পরিহাসজনক

বটে, কিন্তু প্রভুর কার্য্য হানি করা কোন মতেই বিধেয় নয়। দেখি কে কোথায় আছে (ইতস্তত পরিক্রমণ) ওঃ কি ভয়ানক অন্ধকার, কিছুই দেখ্‌তে পাইনা যে, একবার চীৎকার করে ডাকি দেখি, যদি কাহারও উত্তর পাই, কে কোথায় আছ হে ! তোমরা সকলে শ্রবণ কর ! শ্মশানাধিপতির আদেশানুসারে আজ অবধি আমার নিকট কন্থা ও খট্টাদি না রাখিয়া শবদাহ কর্‌তে পাবে না, কৈ কাহারও যে উত্তর পাইনা যাহোক ওদিকে একবার দেখি (পরিক্রমণানন্তর) কে কোথায় আছ হে।

নেপথ্যে। হাঁ এই যে আমি আছি।

রাজা। ঐ যে ওদিকে কে উত্তর দিচ্চে ; যা-হোক শব্দানুসারে গিয়ে দেখি দেখি (পরিক্রমণ ও নেপথ্যের দিকে দৃষ্টি করিয়া সবিস্ময়ে অবলোকন)

(কাপালিকবেশধারী ধর্ম্মের প্রবেশ)

কাপা। (উচ্চৈঃস্বরে) ওহে আমি সংসার শ্মশান হতে নিবৃত্ত হয়ে এখন অযত্ন লব্ধ বস্তুতে উদর পূরণ ও কাম ক্রোধাদি রিপুগণকে জয় করে এই মহাশ্মশানে ভ্রমণ কর্‌চি ; (গমন করিতে করিতে স্বগত) আমিত রাজা হরিশ্চন্দ্রকে পুনর্ব্বার পরীক্ষা কর্‌বার জন্য কাপালিকবেশ ধারণ করেছি, তবে

এখন মহাত্মা. হরিশ্চন্দ্র কিরূপ অবস্থায় আছেন দেখা যাক্; আমি পূর্ব্বেই তাঁর অসামান্য কার্য্য দেখে চমৎকৃত হয়েছি, তাঁর মনোহর বিশুদ্ধ চরিত্র যে কখন দূষিত হবে এমন বোধ হয় না; তবে এখন একবার সম্মুখে গিয়ে দেখি (অগ্রসর হইয়া) মহারাজ! তোমার মঙ্গল হোক্!

রাজা। আসুন মহাশয় আসুন, আপনার দর্শনে আজ পবিত্র হলেম্।

কাপা। মহারাজ! আমি কখন কারও নিকট যাচ্ঞা করি নাই; এখন আপনার নিকট কিছু প্রার্থনা কর্‌চি আমার মনোরথ পূর্ণ করুন্।

রাজা। (লজ্জিত হইয়া অধোমুখে অবস্থিতি)

কাপা। কি মহারাজ! নিস্তব্ধ হলেন যে? যোগ প্রভাবে আমরা সকলই জান্তে পারি, আপনি দুর্দ্দশা-গ্রস্ত হলেও আমার অভিলাষ পূরণে অসমর্থ নন্; আপনি অবহিত হয়ে শ্রবণ করুন্।

রাজা। আজ্ঞা করুন্।

কাপা। আমি এখন বেতাল, বজ্র, গুটিকা, অঞ্জন, পাদলেপ, দৈত্যাঙ্গনাবিধি, রসায়ন ও ধাতুবাদ প্রভৃতি কতকগুলি মন্ত্র সাধনে কৃতসঙ্কল্প হয়েছি, পিশাচাদি দ্বারা আমার কোন বিঘ্ন না হয় এমন কার্য আপনাকে কর্‌তে হবে।

রাজা। (দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) ভগবন্! যোগ প্রভাবে আপনাদের কিছুই অবিদিত নাই, সকলই ত জানেন; এখন আমি পরাধীন, আমার কোন ক্ষমতাই নাই; কি রূপে আপনার অনুজ্ঞা পালন করি, আজ্ঞা করুন্।

কাপা। মহারাজ! আজ্ঞা মাত্র এ সকল কার্য্য করা আপনাদের কর্ত্তব্য, আর ইহাতে আপনার স্বামীর কার্য্যেরও কোন হানি হবেনা। এই শ্মশানের অনতিদুরে যোগীগণের আশ্রম, সেই স্থানে আমি কার্য্যারম্ভ কর্‌বো, আপনি এইস্থান হতেই বিঘ্ন নাশের নিমিত্ত সাবধান হবেন, কোন মতেই ইহার অন্যথা কর্‌বেন না। (প্রস্থান)

রাজা। (চতুর্দ্দিক পরিক্রমণ করিয়া) ওহে বিঘ্ন-কারীগণ! তোমরা কখনই এখানে কোন বিঘ্ন কর্‌তে পাবে না; সাবধান হও।

নেপথ্যে। যে আজ্ঞা মহারাজ! নির্ব্বিঘ্নে কার্য্য সাধন হবে, আপনার আজ্ঞা কেহই লঙ্ঘন কর্‌তে পার্‌বে না।

রাজা। (সহর্ষে) কি সৌভাগ্য! বিঘ্নকারীরা আমার আজ্ঞা প্রতিপালন কল্লে! আঃ বাঁচ্‌লাম।

(বিমানচারী বিদ্যাত্রয়ের প্রবেশ।)

বিদ্যাত্রয়। (সহসা সম্মুখে আসিয়া) মহারাজের

মঙ্গল হোক্, মহারাজ! আমরাই আপনাকে মহর্ষির কোপানলে পাতিত ও সর্ব্বস্বান্ত করে এ দুস্তর দুঃখ সাগরে নিমগ্ন করেছি। এখন আমরা আপনার আজ্ঞানুবর্ত্তিনী হচ্চি, আমাদিগকে পালন করুন্, আমাদের দোষ মার্জ্জনা করুন্।

রাজা। (আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া স্বগত) একি! ইহাঁরাই কি সেই ভগবতী বিদ্যাত্রয়? যাঁহারা বিশ্বামিত্রের তপঃসাগরে নিমগ্ন হয়েছিলেন (প্রকাশে অঞ্জলিবদ্ধ হইয়া) ভগবতি সৃষ্টিস্থিতি প্রলয় কারিণি! নমস্কার করি (প্রণাম)

বিদ্যা। মহারাজ! আমরা আপনার আজ্ঞানুবর্ত্তিনী হচ্চি। আমাদের অপরাধ মার্জ্জনা করে আমাদিগকে পালন করুন্।

রাজা। (সবিনয়ে) আপনারা আমার বশীভুত হবেন এ অতি অসম্ভব, আমি অতি পাপাত্মা নরাধম আমার বশীভুত হবেন না, তবে যদি অনুগ্রহ করেন তা হলে মহাত্মা কৌশিকের অনুবর্ত্তিনী হয়ে আমাকে নিরপরাধী করুন্।

বিদ্যা। (পরস্পর মুখাবলোকন করিয়া) মহারাজ! আপনি যা বল্‌চেন তাই কর্‌বো।

(প্রস্থান)

(ধনস্কন্ধে করিয়া বেতাল ও কাপালিকের প্রবেশ)

কাপা। (সহসা অগ্রসর হইয়া) মহারাজের জয় হোক মঙ্গল হোক! মহারাজ! আপনার সাহায্যে সমস্ত মন্ত্রেই সিদ্ধ হয়েছি, এখন আপনাকে এমন এক মন্ত্র দিচ্চি গ্রহণ করুন্, যাহার প্রভাবে আপনি অনায়াসেই অদ্য অমর লোকে গমন করে সুখে অবস্থিতি কর্‌তে পার্‌বেন্, আর আপনাকে একষ্ট ভোগ কর্‌তে হবে না।

রাজা। (প্রণাম করিয়া করযোড়ে) ভগবন্! আপনি যা আদেশ কর্‌চেন তা কিরূপে পালন করি? আমার ত কিছুমাত্র স্বাধীনতা নাই, আমি প্রভুর সম্পূর্ণ অধীন, অতএব আপন সুখের নিমিত্ত এরূপ কার্য্য করে প্রভুকে বঞ্চনা করা কোন মতেই উচিত নয়। আপনি আমাকে এরূপ আদেশ কর্‌বেন না।

কাপা। (আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া স্বগত) কি আশ্চর্য্য! যাহোক দেখা যাক্ (প্রকাশে) মহারাজ! তবে আপনি পুত্র কলত্র ও আপনার পরিত্রাণের জন্য এই অর্থ গ্রহণ করুন্।

রাজা। ভগবন্! আমি ইচ্ছা পূর্ব্বক পুত্রকলত্র ও আত্মা বিক্রয় করে অর্থ গ্রহণ করেছি, এখন কি

বলে সেই অর্থ প্রত্যর্পণ করি? তবে আপনি অনুগ্রহ করে স্বামীকে এই অর্থ প্রদান করুন্ তা হলেই যথেষ্ট উপকৃত হব।

কাপা। (আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া স্বগত) ওঃ কি ধৈর্য্য, কি জ্ঞান, কি মহানুভাবতা, অদ্যাবধি এ মহাত্মার তুল্য লোক কেহই জন্ম গ্রহণ করে নাই, প্রবল বায়ু সংযোগে ভূধরও কম্পিত হয়, কিন্তু এরূপ দুঃসহ দুঃখেও মহাত্মার মন কিছুমাত্র বিচলিত হয় নাই; যাহোক আর অধিক বলবার প্রয়োজন নাই এখন যাওয়া যাক্ (প্রকাশে বেতালের প্রতি) ভদ্র! তুমি এখন মহারাজের মনোরথ পূর্ণ কর।

বেতাল। (প্রণাম করিয়া) যে আজ্ঞা মহাশয়।

(প্রস্থান)

কাপা। (চতুর্দ্দিক অবলোকন করিয়া) মহারাজ! এখন রাত্রিশেষ হলো আপনার কি উপকার কর্‌বো বলুন্।

রাজা। ভগবন্! আপনি স্মরণ রেখে চরিতার্থ কর্‌বেন, এ অপেক্ষা উপকার আর কি আছে?

কাপা। রাজন্! দেবগণ তোমাকে স্মরণ কর্‌চেন্, আমি এখন চল্লাম (গমনোদ্যত)

রাজা। ভগবন্! প্রণাম করি।

(কাপালিকের প্রস্থান)

নেপথ্যে প্রভাতসূচক গীত।

রাগ ভৈরব তাল কাওয়ালী।

অলসে অবশ হয়ে, যায় ধীরে পতি লয়ে,
যামিনী গিরি গুহা মাঝে।
হলো মুদিত কুমুদ, বিষম বিষাদে,
দেখ দেখ সরোবর মাঝে ॥
আধ ফুল্ল কমলিনী, তাহে ভৃঙ্গ মনোহর সাজে ॥
পাখিগণ শাখিপরে, সুখে গান করে,
জুড়ায় শরীর, প্রভাত সমীরে,
অন্ধকার গেল, অরুণ প্রকাশিল,
প্রকৃতি সাজিল কিবা সাজে ॥

রাজা। (শ্রবণানন্তর পূর্ব্বদিক অবলোকন করিয়া) হাঁ এইযে দিননাথ তমঃপুঞ্জ ভেদ করে উদিত হচ্চেন, তবে এখন আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই, ভাগীরথীর তীরে গমন করে প্রভুর আদেশ প্রতিপালন করা যাক্। (প্রস্থান)

পঞ্চম অঙ্ক।

বিকৃত মলিন বেশধারী রাজার প্রবেশ।

রাজা। দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) আঃ কি কষ্ট কি কষ্ট, বিধাতার নির্ব্বন্ধ কিছুই বুঝ্‌তে পারা যায় না, আমি ব্রহ্ম কোপানলে পতিত হয়ে রাজ্য ভ্রষ্ট হলাম, সুহৃদ্‌শূন্য হলাম, পুত্র কলত্র বিরহিত হলাম, অবশেষে নিরাশ্রয় হয়ে চণ্ডালের দাসত্বপর্য্যন্ত স্বীকার কর্‌লাম (চিন্তিত ও দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) হা দেবি! তুমি ক্ষণ কাল আমাকে না দেখ্‌লে অধীরা হয়ে পড়্‌তে,এখন আমাছাড়া হয়ে দাসীভাবে কিরূপে কালযাপন কর্‌চো ? হা পুত্র রোহিতাশ্ব ! সর্ব্বজন মনোরঞ্জন! তুমি কোথায় সসাগরা ধরার অধিপতি হবে তা নাহয়ে ব্রাহ্মণগণের দাসত্বে নিযুক্ত হলে ? আজ প্রধান প্রধান নরপতিরা তোমার আজ্ঞা শিরোধার্য্য কর্‌বেন তা না হয়ে তুমিই আজ্ঞাকারী হয়ে আছ, সামান্য দোষেও তোমার প্রভুরা তোমাকে কত ভৎ- সনা কর্‌চেন, হা বৎস ! তোমার ভাগ্যে কি এই ছিল (অকস্মাৎ বামাক্ষি স্পন্দন ও দক্ষিণ বাহু স্ফুরন) এ আবার কি ? এখন দক্ষিণ বাহু স্ফুরণ ও বামাক্ষি

স্পান্দিত হয়ে কি শুভাশুভ ঘটনা হবে (চিন্তা করিয়া) এখন আমার দুঃখই বা কি ? আর সুখই বা কি ? হত-ভাগ্য হরিশ্চন্দ্র ত সকল বিষয়েই পরিতৃপ্ত হয়েছে, এখন মৃত্যুই আমার পরম সুখ তদ্ভিন্ন আর ত কিছুই দেখিনা।

চণ্ডালের প্রবেশ।

চণ্ডাল। ওরে ছেলেটার রে ছেলেটার।

রাজা। (শঙ্কিত হইয়া) ছেলেটার কি ভাই ?

চণ্ডাল। ওরে ঐখানে একটী মেয়ে মানুষ একটী ছেলেকে এনে, তার পাশে বসে কাঁদ্‌তে লেগেচে এই বেলা তুই সেখানে গে তার কেঁথা টেথা গুনো নে আয় আমি কত্তার কাছে যাই। (প্রস্থান)

রাজা। পরিক্রমণ।

নেপথ্যে।

বাপ্‌রে! তুমি কোথায় গেলে একবার আমার সঙ্গে কথা কও, একবার মা বলে ডাক!

রাগিণী সিন্ধুভৈরবী তাল—ঠিমা তেতালা।

এই কি লিখিয়াছিল, বিধি কপালে আমার,
তোমাধনে হারাইয়ে, বহিব এ দেহ ভার॥
ওরে দুখিনী জীবন, তুইরে হৃদয়ের ধন,
বল কিসের কারণ, বিবর্ণ মুখ তোমার॥

করে মোরে কাঙ্গালিনী, কোথা যাওরে যাদুমণি,
হেরে ও বদন খানি, ভুলেছি দুঃখ অপার ॥
এত ডাকি বারে বারে, কেন আছ নিরুত্তরে,
মা বলিয়া ডাক মোরে,জুড়াক রে জীবন আমার॥
দেখ্‌রে কি দশা আমার,তাহেরে তোর্‌ শোকভার,
সহিতে না পারি আর, দেখি ভুবন আঁধার ॥

রাজা। (সকরুণ) ওঃ! অত্যন্ত ক্রন্দন কর্‌চে যে, দেখি লোকটা কে।

পূর্ব্বোক্তা অধীরা শৈব্যার প্রবেশ।

শৈব্যা। বাপধন! কোথায় গেলে? একবার মা বলে ডাক? তোমার মধুমাখা কথা শুনে তাপিত প্রাণ শীতল করি, (স্তম্ভিত ও ক্ষণ পরে সংজ্ঞা লাভ করিয়া) হা পুত্র! তোমার পিতা এ মন্দভাগিনীকে পরিত্যাগ করেছেন, আবার তুমিও আমাকে ত্যাগ কর্‌চো? অচৈতন্য হইয়া ভূমে পতন।

রাজা। দেখিয়া হা! এর পতিও একে ত্যাগ করেছে? হা হতবিধি! তোমার কি কিছু মাত্র দয়া নাই।

শৈব্যা। (শশব্যস্ত হইয়া গাত্রোত্থানানন্তর) হায়। একি! যাদু আমার কোথায় গেল? চাঁদ মুখে আর

কথা শুনিনে কেন? (আলিঙ্গন করিয়া) বাপ আমার কথা কচ্চোনা কেন? আমি একাকিনী বড় ভয় পাচ্চি, কথা ক রে চাঁদ! বাবা! তোমার কি মহাশ্মশান দেখে ভয় হয়েচে? তাই চোক বুজে রয়েছ? (উন্মাদের ন্যায়) কি বল্‌চো বাবা! উপাধ্যায়ের ফুল তুলতে গিয়েছিলে? কোটর হতে কাল সাপ বের্‌য়ে দংশন করেছে? (শশব্যস্তে উঠিয়া) কৈ কৈ সে কাল্‌ সাপটা কোথা গেল আমাকে দংশন কর্‌বে না? (চতুর্দ্দিক্‌ অবলোকন করিয়া) কৈ কাল্‌ সাপ, কোথায়? (বসিয়া সকরুণে) বাপ আমার ওঠ! উপাধ্যায়ের পূজার বেলা হলো, পুষ্পাদি আন! আবার অধিক বেলা হলে তিনি রাগ কর্‌বেন, ওঠ চাঁদ আমার ওঠ! (তুলিতে সমুৎসুক) একি! তুমি কি আমাকে একান্তই ছেড়ে যাবে? (কপালে করাঘাত করিয়া) হা আমার পোড়া কপাল (ভুমে পতন ও মূর্চ্ছা।)

রাজা। রে নিদারুণ বিধি! সর্ব্বত্রেই তোর এই রূপ ব্যবহার।

শৈব্যা। (সংজ্ঞালাভ করিয়া।) হা আর্য্যপুত্র! কোথায় রইলেন, প্রাণসম পুত্রধনের এই দশা হয়েছে, একবার এসে দেখে যান্‌, আপনি পূর্ব্বে আমাকে বলেছিলেন যে ছেলেটীকে যত্ন পূর্ব্বক প্রতিপালন

করো, কিন্তু হতভাগিনী আমি, অনায়াসেই সে ধনে হারালেম।

রাজা। আহা! ইহার বিলাপে আমার শরীরে যেন শেল বিদ্ধ হচ্চে।

শৈব্যা। (পুত্রের গাত্রে হস্ত দিয়া সর্ব্বাঙ্গ অবলোকন করিয়া) আহা বাছার আমার কি দীর্ঘ ললাট, কি সুন্দর ভ্রূ, কি মনোহর লোচন, কি বিস্তৃত বক্ষস্থল, কিবা অঙ্গ লাবণ্য, হায়! গণকেরা বলেছিলেন্ বাছা আমার দীর্ঘায়ু ও রাজচক্রবর্ত্তী হবেন কিন্তু হতভাগিনীর কপালক্রমে সে সকলই মিথ্যা হলো।

রাজা। (শঙ্কিত হইয়া) আমার রোহিতাশ্বেরও ঠিক এই রূপ বয়স্, এই জন্যই কি আমার মনটা শঙ্কিত হচ্চে? অথবা বিধাতা অমঙ্গল নিবারণ করুন্।

শৈব্যা। (উপালম্ভের সহিত আকাশে দৃষ্টি করিয়া) ভগবন্ কৌশিক! তুমি এতদিনে কৃতার্থ হলে ত?

রাজা। (সোদ্বেগে) একি! আবার ভগবান্ কৌশিককে তিরস্কার কর্‌চে যে, এ সকলি ত আমার সঙ্গে মিল্‌চে, নিশ্চয়ই ইনি আমার প্রিয়া শৈব্যা। (ক্ষণকাল নিরীক্ষণ করিয়া) আর সন্দেহে কায্ কি? সেই মধুর বাক্য, সেই স্বভাব সুন্দর অঙ্গ এক্ষণে কৃশ হয়েই এমন হয়েছে, হা বৎস! রোহিতাশ্ব! হা

তপনকুলবালপ্রবাল! হা হরিশ্চন্দ্রহৃদয়ানন্দ! আমি অনেক দিন তোমার মধুরবাক্য শুনি নাই আমার সঙ্গে একবার কথা কও! একবার আমার কোলে এস! হৃদয় শীতল হোক (চিন্তিত মনে) যাহোক এখন দেবীর নিকট যাই কি না! না, ইনি একে পুত্র-শোকে দগ্ধ হচ্চেন্, আবার আমার এরূপ দুর্দ্দশা দেখ্‌লে বোধ হয় আর জীবিত থাক্‌বেন্ না (স্বীয় অঙ্গ দর্শন করিয়া) রে দুরাত্মা হরিশ্চন্দ্র! এখনও জীবিত রয়েছ? আর কি দেখ্‌ছো (মূর্চ্ছিত হইয়া পতন, ক্ষণ পরে নয়নোন্মীলন করিয়া) রে হতভাগ্য হরিশ্চন্দ্র! তুমি এখনও প্রান পরিত্যাগ কর্‌লে না? রে মূর্খ! তুমি কি আত্ম হত্যার পাপ হতে মুক্ত হবার ইচ্ছা কর্‌চো? এ দারুণ দুঃখ ভোগ করা অপেক্ষা নরক যন্ত্রণাও ভাল, তবে আর কায্ নাই, যাই, এই ভাগীরথীর তীরে গিয়ে প্রাণত্যাগ করিগে, (পরি-ক্রমণানন্তর স্মরণ করিয়া) ওঃ আমি সব ভুল্‌লাম আমারত স্বাধীনতা নাই, যে আমি মর্‌তে যাচ্চি, আঃ কি কষ্ট কি কষ্ট, আমি ইচ্ছাগত প্রাণত্যাগ কর্‌তেও পারলাম না, তবে আর এখন কি করি, ধৈর্য্যাবলম্বন করে প্রভুর আজ্ঞা প্রতিপালন করি, আঃ ধৈর্য্যই বা ধরি কি করে, হা বিধাতঃ! (দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া মৌনভাবে অবস্থিতি)

শৈব্যা। (সংজ্ঞা লাভ করিয়া) আঃ এখনও এ পোড়া প্রাণ বেরুল না? তবে আমি কি করি? আর যে সইতে পারিনে (অশ্রুজল মার্জ্জন করিয়া) যাই, তবে গলায় দড়ি দিয়ে প্রাণত্যাগ করিগে; (পাশরচন)

রাগিনী ঝিঁঝিট জংলা—তাল জলদ তেতালা।

রয়েছ রে অভাগিনী কি সুখ আশে।
জ্বলেছে শোক অনল এ দুখ আবাসে॥
রাজার মহিষী ছিলে, সে সুখে বঞ্চিত হলে,
পতিধনে হারাইলে, দাসী হলে পরবাসে॥
যার মুখ নিরখিয়ে, ছিলে দুখ পাসরিয়ে,
সে তোমারে ফাকি দিয়ে, পালাইল অনায়াসে॥
আর কি ভাব এখন, ত্যাজ এ পাপ জীবন,
নতুবা এ শোকাগুণ, নিবাইবে বল কিসে॥

রাজা। (দেখিয়া শশব্যস্তে) এ আবার কি বিপদ, হতভাগ্য আমি, এখন কি করি? (চিন্তা করিয়া) তবে আমিও প্রাণত্যাগ করি, (অন্যদিকে গমন) একি! আমারত স্বাধীনতা নাই যে মরে সুখী হবো।

শৈব্যা। (শ্রবণানন্তর পাশ ত্যাগ করিয়া) হা ধিক্! হা ধিক্! আমি মরে সুখী হবো মনে করে

দাসীত্বও ভুলে গেছি (ঊর্দ্ধে দৃষ্টি করিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ) হা বিধাতঃ! আমি মর্‌তেও পার্‌লেম্‌ না, হা মন্দভাগিনি! (কপালে করাঘাত ও ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া চক্ষুর জলমার্জ্জন) আর ভেবে কি করি, এখন যা কর্‌তে হয় তাই করে, দাসীর কায্‌ করিগে, ব্রাহ্মণের সেবা করে, আর ব্রত উপবাসে এ পাপ দেহকে শুষ্ক করিগে, যেন জন্মান্তরে আর এ কষ্ট ভোগ কর্‌তে না হয় (চিতারচন)

রাগিণী জয়জয়ন্তী—তাল জলদ তেতালা।

হায় রে দারুণ বিধি এই কি তোর মনে ছিল।
কাঙ্গালিনী করে মোরে তবু সাধ না পূরিল ॥
মম জীবন জীবন, এক মাত্র পুত্র ধন,
তারে করিতে হরণ, দয়া নাহি উপজিল ॥
সুরাজ্য সম্পদ সুখ, ছাড়ি হেরি পুত্র মুখ,
ছিনু পাসরিয়া দুখ, তাও তোর না সহিল ॥
এই ত হয় উচিত, চিতা সজ্জা করে সুত,
অভাগিনীর বিপরীত, কপাল দোষে ঘটিল ॥

রাজা। (দেখিয়া সকরুণ) হায়! ইনিত শোক সম্বরণ করে সময়োচিত কার্য্য কর্‌তে লাগলেন, (স্বগত) ধন্য দেবি! ধন্য, এ সময়েও তোমার এত সাহস, তবে আমিও এখন স্বামীর আজ্ঞা প্রতিপালন

করি, (দুঃখিত মনে ধীরে ধীরে গমন করিয়া) দেবি! (অৰ্দ্ধোচ্চারণ করিয়া নিবৃত্ত) মহাভাগে! আমাকে না জানুয়ে বস্ত্রাদি না দিয়ে দাহ কর্‌তে পার্‌বেনা, বস্ত্রাদি আন (বাষ্পপূর্ণলোচনে হস্ত প্রসারণ)

শৈব্যা। (সভয়ে) ভদ্র! তুমি ঐখানে থাক, আমি এই সকলি তোমাকে দিচ্ছি।

রাজা। লজ্জিত হইয়া অবস্থিতি।

শৈব্যা। (রোহিতাশ্বের শরীর হইতে বস্ত্র আকর্ষণ করিয়া অর্পণ করিতে করিতে হস্তাবলোকন করিয়া বিস্ময়ে স্বগত) একি! চক্রবর্ত্তীলক্ষণযুক্ত এই হস্ত এমন কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েছে (সর্ব্বাঙ্গ নিরীক্ষণ করিয়া অভিজ্ঞান) একি! আর্য্যপুত্র যে, (প্রকাশে) হা আর্য্যপুত্র! পরিত্রাণ করুন্ পরিত্রাণ করুন্, (ভূমে পতন)

রাজা। দেবি! আমি চণ্ডালের দাস, আমাকে স্পর্শ করোনা স্পর্শ করোনা, ধৈর্য্যাবলম্বন কর ধৈর্য্যা-বলম্বন কর।

শৈব্যা। (আশ্বাসিত হইয়া)। হা ধিক্ হা ধিক্! আমার মহারাজের এরূপ দশা হয়েছে?

রাজা। দেবি! এ সকলই পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের ফল, এর জন্য আর অনুতাপ করে কি কর্‌বে বল, বস্ত্রাদি যা কিছু আছে আমাকে দাও।

শৈব্যা। অর্পণ, আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি ও উভয়ের সবিস্ময়ে অবলোকন।

রাজা। একি! আকাশ হতে পুষ্পবৃষ্টি হয় কেন?

নেপথ্যে। ওঃ রাজা হরিশ্চন্দ্রের কি দাতৃত্ব, কি ধৈর্য্য, কি ক্ষমা, কিবা প্রতিজ্ঞা, কি জ্ঞান, ইহাঁর তুল্য মহাত্মা আর ত্রিভুবনে নাই।

শৈব্যা। (শ্রবণানন্তর) আঃ এ সময়ে আর্য্য-পুত্রের গুণগান শুনে কর্ণ পরিতৃপ্ত হলো, হৃদয় আশ্বাসিত হলো, অথবা গুণগানেই বা কি হবে, এঁর ত এই দশা, গুণ নিয়ে আর হবে কি, ধর্ম্মাধর্ম্ম সকলই অকারণ।

ধর্ম্মের প্রবেশ।

ধর্ম্ম। হে পতিব্রতে! হে মহারাজ হরিশ্চন্দ্র! আমি কথনই অকারণ নই. দেখ প্রধান প্রধান নর-পতিরা সত্য, দান, ঋজুতা ও যজ্ঞাদির দ্বারা যে লোকে গমন কর্‌তে না পান, আমি আজ তোমা-দিগকে সেই দুর্ল্লভ ব্রহ্মলোকে প্রেরণ কর্‌তে এসেছি, আর বিষাদে কায্‌ নাই. ধৈর্য্যাবলম্বন কর, বৎস রোহিতাশ্ব! ওঠ, আর ধূলায় শয়ন করে থাকবার আবশ্যক নাই।

রাজা। (দেখিয়া সানন্দে) একি ইনিই কি ভগবান ধর্ম্ম? ভগবন্! প্রণাম করি।

শৈব্যা। ভগবন্ ! প্রণাম করি।

রোহিতাশ্ব। ক্রমে ক্রমে চক্ষু উন্মীলন।

ধর্ম্ম। এখন জীবিত হইয়া আপন প্রজাপালন কর।

রোহিতাশ্ব। (গাত্রোত্থান করিয়া)। মা ! তুমি আমাকে এখানে এনেছ কেন ?

শৈব্যা। বাছা ! এ সকলি অদৃষ্টের ফল।

ধর্ম্ম। বৎস ! এই তোমার পিতা, এক্ষণে ব্রহ্ম-লোকে গমন কর্‌চেন।

রোহিতাশ্ব। হা পিতঃ ! পরিত্রাণ করুন পরিত্রাণ করুন (রাজার চরণে পতন)

রাজা। বৎস ! আমি চণ্ডালদাস, আমাকে স্পর্শ করোনা স্পর্শ করোনা।

ধর্ম্ম। রাজন্ ! আর বিলাপে প্রয়োজন নাই, আমি তোমাকে দিব্যজ্ঞান প্রদান কর্‌চি, ইহা দ্বারা, তোমাদের ক্রেতা ব্রাহ্মণই বা কে ? চণ্ডালই বা কে? তাহা অনায়াসেই জান্‌তে পার্‌বে, এখানে কে আছ হে।

অন্য এক পুরুষের প্রবেশ।

পুরুষ। ভগবন্ ! আজ্ঞা করুন্, এই যে আমি এখানে আছি।

ধর্ম্ম। মহারাজ! এখন দিব্যচক্ষু দ্বারা এই সকল ঘটনা অবলোকন কর, সকলই জান্‌তে পারবে।

রাজা। যে আজ্ঞা ভগবন্! (মনে মনে ধ্যান) হা কি প্রমাদ কি প্রমাদ, ভগবান কৌশিক আমার নিকট হতে রাজ্য গ্রহণ করে আমারই মন্ত্রীর হস্তে রাজ্য ভার দিয়েছেন।

ধর্ম্ম। মহারাজ! মহাতপা কৌশিক কেবল তোমাকে পরীক্ষা কর্‌বার জন্য এ সকল করেছেন, আর তোমার বিস্ময়ে কায় কি? বিশেষরূপে দেখ্‌লে সকলই জান্‌তে পারবে।

রাজা। (পুনর্ব্বার চক্ষু মুদ্রিত করিয়া সানন্দে) দেবি! তুমি অতি পুণ্যবতী তোমাকে যে ব্রাহ্মণ ক্রয় করেছিলেন তিনি সামান্য লোক নন, সাক্ষাৎ দেবাদি-দেব মহাদেব ও তাঁহার ব্রাহ্মণী সাক্ষাৎ পূর্ণসনাতনী, আহা! তুমি তাঁহাদের সেবায় নিযুক্তা ছিলে। আর আমায় যিনি ক্রয় করেছিলেন তিনি সাক্ষাৎ ধর্ম্ম, আমাদের অত্যন্ত সৌভাগ্য, এত দিনে সকল দুঃখ দূর হলো।

ধর্ম্ম। তবে এখন বৎস রোহিতাশ্বকে পৃথিবী-রাজ্যে অভিষেক কর।

রাজা। যে আজ্ঞা ভগবন্।

ধর্ম্ম। কৈ হে আসন কৈ? চামর কৈ ছত্র কৈ? অভিষেকের জল কৈ?

পুরুষ। ভগবন্! এই, মণিময় সিংহাসন, এই শরচ্চন্দ্রনিভ ছত্র, এই হেমদণ্ডবিশিষ্ট চামরদ্বয়, আর তীর্থজলে এই সকল স্বর্ণকুম্ভ পরিপূরিত করা হয়েচে।

ধর্ম্ম ও হরিশ্চন্দ্র উভয়ে রোহিতাশ্বের অভিষেকে নিযুক্ত।

ধর্ম্ম। (ঊর্দ্ধে অবলোকন করিয়া) আহা! আজ বৎস রোহিতাশ্ব পৃথিবীরাজ্যে অভিষিক্ত হচ্চেন্ দেখে, বিমানচারী দেবগণও আনন্দে মগ্ন হয়েচেন্, মহারাজ! এখন সকল কার্য্যহিত হলো, তবে তুমি ব্রহ্মলোকে গমন কর।

রাজা। ভগবন্! যখন রোষান্বিত ভগবান্ বিশ্বামিত্রকে সমস্ত রাজ্য দান করে আসি, তখন প্রজারা অতি দীন ভাবে রোদন কর্‌তে কর্‌তে আমাকে বলেছিল, মহারাজ! এখন এই অনাথ ও নিরাশ্রয় হতভাগ্যদের কার কাছে রেখে যান, আমরাও আপনার সঙ্গে যাই; অতএব যারা আমার দুঃখের সময় সঙ্গে আস্‌তে প্রস্তুত ছিল, এখন সৌভাগ্যের

সময় তাদের পরিত্যাগ করে, স্বর্গে যাওয়া কি আমার উচিত হয়।

ধর্ম্ম। রাজন্। সকল লোকেরই নিজ নিজ কার্য্যানুসারে গতি হয়ে থাকে, অতএব তাদের কি রূপে স্বর্গলাভ হতে পারে?

রাজা। ভগবন্! আমি একবার ক্ষনকালের জন্য সেই প্রিয় প্রজাদের সহিত গাঢ় আলিঙ্গন করে বক্ষঃস্থল শীতল করি, তাদের মুখ দেখে নয়ন পরিতৃপ্ত করি, কিম্বা আমার পুণ্যভার লয়ে তারাই স্বর্গে যাক।

ধর্ম্ম। (সবিস্ময়ে) যাহোক্ এমন অলৌকিক উদার স্বভাব ত কখনও দেখি নাই, রাজন্! তুমি নিজ পুণ্য অন্যকে দিতে প্রস্তুত হলে, এতে তোমার আরও অধিক পুণ্যসঞ্চয় হলো, অতএব এখন তোমার এই পুণ্য সঞ্চয়ে ও পূর্ব্ব সঞ্চিত পুণ্যে তোমার ও তোমার প্রজাদের স্বর্গলাভ হবে, তবে এখন বল, এর পর তোমার আর কি উপকার করি?

রাজা। ভগবন্! এর পর আর কি প্রিয়কার্য্য আছে? বিদ্যালাভ করে ভগবান্ কৌশিক সন্তুষ্ট হয়েছেন, পুত্র রোহিতাশ্ব পুনর্জীবিত হয়ে রাজ্যাভিষিক্ত হয়েছেন, আপনাকেও সাক্ষাৎ দেখ্লাম, এবং ব্রহ্মলোক লাভ কর্লাম, এর পর আর

কি প্রার্থনা আছে, তথাপি এই প্রার্থনা করি, যে পৃথিবীতে সমধিক শস্য হোক্, মহিপালগণ প্রজারঞ্জন হয়ে রাজ্য করুন্ এবং সাধুলোকেরা কবিদের দোষ সকল পরিত্যাগ করে গুণাংশই গ্রহণ করুন্।

(সকলের প্রস্থান)

(যবনিকা পতন)